ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৪ বর্ষ | ২২ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ২৯ শাওয়াল, ১৪৪৩ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৪০১ হি. শা. | ৩১ মে, ২০২২ ঈসাব্দ

“আমার যে অনুসারী ঐশী-প্রেমে হাবুডুবু খায় এবং খোদা তা’লাকে লাভ করার আকাঙ্খা হৃদয়ে লালন করে, তার জন্য বয়আত শব্দটি যথাযথ সাব্যস্ত হবে, এমনকি সে কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হলে পদস্খলিত হবে না বরং আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে”

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

দোয়ার রীতিতে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত জীবন্ত রাখতে হুযূর (আই.)-এর তাজা নির্দেশনা

নিম্নবর্ণিত আয়াত পাঠ এবং সূরাসমূহ প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনবার পড়ে নিয়ে নিজ হাতের মুঠিতে ফুঁ দিয়ে সমস্ত শরীরে (যতটুকু হাত যায়) বুলিয়ে নিবেন কেননা আমাদের প্রিয় রসূলে করীম (সা.)-এর পছন্দনীয় প্রাত্যহিক রীতি ছিল এটি।

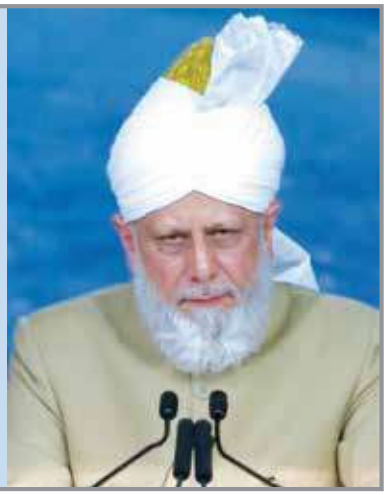

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ﴿۲۵۶﴾

(তিনিই) আল্লাহ্, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা (ও) চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে যা আছে ও পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পিছনে যা আছে (সবই) তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোন নাগালই পায় না তবে (এ ক্ষেত্রে) তিনি যতটুকু চান (শুধু ততটুকুই)। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতি উঁচু, মহামহিমান্বিত। (সূরা আল বাকারা: ২৫৬)

সূরাতুল ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۲﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۳﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَلَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۴﴾ وَلَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۵﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্। ৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। ৪) তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। ৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

সূরাতুল ফালাক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۲﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۵﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۶﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি বিদীর্ণকরণের মাধ্যমে (নতুন কিছু সৃষ্টিকারী) প্রভুর আশ্রয় চাই। ৩) (আমি আশ্রয় চাই) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে। ৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায়। ৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। ৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকেও যখন সে হিংসা করে।

সূরাতুল নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ﴿۱﴾

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۴﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۵﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۶﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۷﴾

১) আল্লাহ্‌র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। ২) তুমি বল, আমি মানুষের প্রভুপ্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, ৩) (যিনি) মানুষের অধিপতি ৪) (এবং) মানুষের উপাস্য। ৫) (আমি তাঁর আশ্রয় চাই) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, ৬) (এবং) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, ৭) সে জিনের (অর্থাৎ উঁচু শ্রেণীর মানুষের) মাঝ থেকেই হোক বা সাধারণ মানুষের মাঝ থেকেই হোক।

(জুমুআর খুতবা: ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

সম্পাদকীয়

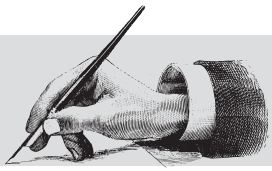

দুটি আগুন তথা আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং প্লেগ একত্র হতে পারে না

কবি শেখ মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন প্রেমানলের চমৎকার এক উপমা দিয়ে নিজ কবিতার মাঝে লিখেছিলেন, "প্রেমানলে পুড়িয়া প্রেমিক হয় যে নিঃশেষ, নিথর দেহ শূন্যতা নিয়ে পড়ে থাকে অবশেষ"। ঠিক তেমনই মু'মিন হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র প্রেমানলে পুড়ে ছাই হয়ে নিজেকে নতুনরূপে আবিষ্কার করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র ও তাঁর রসূল (সা.)-এর সাথে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যদি কেউ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে স্বচ্ছ হৃদয়ে ভালবাসতে পারে এবং সত্যিকারের মু'মিনে পরিণত হতে পারে তাহলে জাগতিক যেকোনো বিপদাপদ তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। আবার এ যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত মহাপুরুষ এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সত্যিকার বয়আতের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য আছে সুসংবাদ কিন্তু যারা বিষয়টি বুঝতে ব্যার্থ হবে, তাদের জীবন হবে বিষাদময়। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "দুটি আগুন তথা আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং প্লেগ একত্র হতে পারে না আল্লাহ্‌র ভালবাসাও এক প্রকার আগুন আর প্লেগকেও আগুন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ দুটোর মাঝে একটি পুরস্কার আর অপরটি আযাব। এ কারণেই প্লেগের আগুনের মাঝে একটি বিশেষ গুণ আল্লাহ্ তা'লা রেখেছেন এবং উক্ত আগুনকে গোলাম বা দাস বলা হয়েছে।... গোলাম শব্দটি গালমা থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে কোন জিনিস লাভের আকাঙ্খায় চরমভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া অথবা এমন আকাঙ্খা যা সীমা অতিক্রম করে যায় আর মানুষ এর জন্য অস্থির হয়ে যায়। এ কারণে এই গোলাম শব্দটি সেই সময় সত্য প্রতীয়মান হয় যখন মানুষের মাঝে বিবাহের আকাঙ্খা জাগে। অতএব প্লেগের গোলাম বা দাস হওয়া অথবা গোলামেরও গোলাম হওয়া- এর অর্থও এটিই যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করে যা সততা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এতে কোন প্রকার বিচ্ছেদ ও ব্যবধান তার শিরা উপশিরায় পাওয়া যায় না, এটি (তথা প্লেগ) তার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন হতে পারে না। আর "আমার যে অনুসারী ঐশী-প্রেমে হাবুডুবু খায় এবং খোদা তা'লাকে লাভ করার আকাঙ্খা হৃদয়ে লালন করে, তার জন্য বয়আত শব্দটি যথাযথ সাব্যস্ত হবে, এমনকি সে কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হলে পদস্খলিত হবে না বরং আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে। কিন্তু মানুষ যেহেতু এখনও পর্যন্ত এই তাৎপর্য সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয় এবং ছোট ছোট বিষয়ে তারা বিপদ বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর আপত্তি করা শুরু করে দেয়, সেক্ষেত্রে তারা এই আগুন থেকে কীভাবে নিরাপদ থাকতে পারে? *(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ০৭)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ যুগে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তিস্বরূপ আগত প্লেগ থেকে রক্ষা লাভের উপায় খুব সংক্ষেপে কিন্তু অতি চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন। অতএব কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত নুসখা বলবৎ থাকবে কেননা তিনিই এ যুগের হাকামান আদালান। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সকল প্রকার ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।

সূচিপত্র

৩১ মে ২০২২

পবিত্র কুরআন ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬

বিষয়: ***হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ১৪

বিষয়: ***হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ***

'রূহানী খাযায়েন'-এর পরিচয়পর্ব ২২

রূহানী খাযায়েন (তৃতীয় খণ্ড)

[ফতেহ ইসলাম, তৌযিয়ে মারাম, ইযালায়ে আওহাম (দুটি খণ্ড)]

মূল: হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব

ভাষান্তর: মাওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল

সীরাতুল মাহদী (আ.) ২৪

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

জামা'তে আহমদীয়া মেঁ কেয়ামে খিলাফত কে বারে মেঁ এলহামাত, কুশূফ ও রু'ইয়া আওর ইলাহী ইশারে ২৬

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে এলহাম, কাশফ, সত্যস্বপ্ন এবং ঐশী চিহ্নাবলী প্রকাশ)

ভাবানুবাদ: মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী

মজলিসে শূরার ১০০ বছর এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন ২৮

২২ মে ২০২২, রবিবার বায়তুল ফুতুহ মসজিদের তাহের হলে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব ইমাম, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ভাষণ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি (১০ ডিসেম্বর ২০২১): **আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)** ৩৪

এক নজরে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'খিলাফত দিবস' উদ্‌যাপন ৩৭

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

মালফুযাত,সপ্তম খণ্ড, পৃ. ০৭

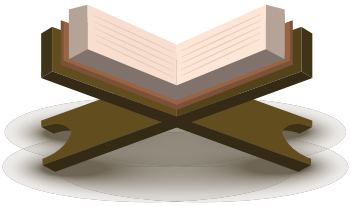

কুরআন শরীফ

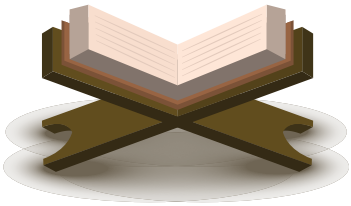

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَیُزَکِّیۡهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَةَ ۚ وَاِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ﴿۳﴾

وَّاٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ وَهُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۴﴾

অনুবাদঃ তিনিই নিরক্ষরদের মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে শুনায়, তাদের পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখায়। অথচ এর পূর্বে তারা নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় (পড়ে) ছিল।

আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

হযরত রসূলে পাক (সা.)-এর আনীত ধর্ম কেবল আরবদের জন্যই নয় বরং তা আরব-অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানবের জন্যই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম । এই ধর্ম যে কেবল মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক বিশ্ববাসীর জন্য তাও নয় বরং সর্বকালের সর্বমানবের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এটাই চূড়ান্ত ধর্ম হিসাবে বিরাজিত থাকবে। অথবা এই আয়াতটির তাৎপর্য এও হতে পারে যে মহানবী (সা.) অন্য আর একদল লোকের মধ্যে আবির্ভূত হবেন, যারা তাঁর সমসাময়িক অনুসারীদের অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হয় নি।

এই আয়াতে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহরূপে মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সা.) স্বয়ং এর প্রতিশ্রুত দিয়ে গিয়েছেন। বিষয়টির উপর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। আবূ হুরায়রাহ (রা.) বলেন, 'একদা যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হলো। আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে জানতে চাইলাম, এই সূরাতে উল্লিখিত 'তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাঁকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি' সেই অন্যরা কারা? সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার বার এই একই প্রশ্ন করায় রসূলুল্লাহ (সা.) সালমান ফারসীর উপর হাত রেখে বললেন, 'ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে' (বুখারী, বিতাবুত তফসীর)। মহানবী (সা.)-এর এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে ব্যক্তির আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি পারস্য বংশীয় হবেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ পারস্য বংশীয় ছিলেন। হযরত নবী করীম (সা.)-এর অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে প্রতিশ্রুত মসীহ তখনই আগমন করবেন যখন কুরআনের অক্ষর ছাড়া কিছুই বাকী থাকবে না এবং ইসলাম কেবল নামে মাত্র থাকবে অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে (বায়হাকী)। অতএব দেখা যায়, কুরআন এবং হাদীস উভয়েই এই একই কথা ব্যক্ত করছে যে প্রতিশ্রুত মসীহর সত্তার মধ্যেই মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে।

এ আয়াতে 'আখারীন' অর্থাৎ অন্যদের কথা বলা হয়েছে। এতে সেই রসূলের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে যাঁর সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে 'হুয়াল্লাযী বা'আসা ফিল উম্মীঈনা রাসূলান'। কিন্তু এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'লার সেই ৪টি গুণের বর্ণনা দেয়া হয় নি, যা ২ নম্বর আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে। কেবল 'আযীয' ও 'হাকিম' গুণবাচক নামদ্বয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, শুরুতে যে রসূলের কথা বলা হয়েছে তিনি স্বয়ং দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন না, বরং তাঁর কোন 'যিল্ল' (প্রতিচ্ছায়াকে) আবর্ভূত করা হবে, যিনি শরীয়তধারী নবী হবেন না। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো, হযরত ঈসা (আ.) প্রসঙ্গেও আল্লাহ তা'লার এ দু'টি গুণেরই অর্থাৎ 'আযীয' ও 'হাকীম' উল্লেখ রয়েছে, যেমন বলা হয়েছে 'বার রাফাআল্লাহু ইলায়হি ওয়া কানাল্লাহু আযীযান হাকীমা'। *(সূরা আন নিসা: ১৫১)*

এ আয়াত থেকে অর্থাৎ ৫নম্বর আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, এ কথা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রথম আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অন্যথা 'ইউতীহি মাঁইয়্যাশাউ' (তিনি যাকে চান তা দান করেন) বলার প্রয়োজন ছিল না। বরং এ দিয়ে তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমন বুঝানো হয়েছে। সেই আগমনকারী তাঁর (সা.) দাসত্বে এক উম্মতী নবীরূপে আবির্ভূত হবেন। আর এ হলো এক অনুগ্রহ, যা আল্লাহ যাকে চান দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী। এ অনুসিদ্ধান্তের সমর্থন সহীহ বুখারীর এ হাদীসেও পাওয়া যায়। এ আয়াত তেলাওয়াতের পর সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন 'মান হুম ইয়া রাসূলাল্লাহ' (হে আল্লাহর রসূল তারা কারা?) তাঁরা এ কথা জিজ্ঞেস করেন নি, তিনি কে যিনি আবির্ভূত হবেন? বরং তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কাদের প্রতি আবির্ভূত হবেন? এতে মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া চলে গেলেও তাদের মাঝ থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা সুরাইয়া থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এ থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নিজেই পুনরায় আবির্ভূত হবেন না। বরং (তাঁর) এক দাস আবির্ভূত হবেন। তিনি পারশ্য বংশীয় এক মহাপুষরুষ হবেন অর্থাৎ অনারবদের মাঝ থেকে হবেন। *(কুরআন মজীদ, বাংলা অনুবাদ, দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৯, পৃষ্ঠা: ১১৭০-১১৭২)*

হাদীস শরীফ

إِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِى النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ

(দারকুতনী, পৃ. ১৮৮)

নিশ্চয় আমাদের মাহদীর জন্য এমন দুটি নিদর্শন আছে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত কারও নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয় নি আর তা হল, একই রমযানে চন্দ্রগ্রহণের প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য গ্রহণের মধ্যম দিনে সূর্য গ্রহণ আর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত কারও নিদর্শন হিসেবে প্রকাশিত হয় নি।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে। এ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, একটি ঘটনা ঘটে। তিনি বলেন যে, আমাদের জামা'তের অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা এটি। এক বিরুদ্ধবাদী মৌলবী ছিল যে সম্ভবত গুজরাত নিবাসী ছিল। সে মানুষকে সর্বদা এ কথাই বলত যে, মির্যা সাহেবের দাবী শুনে তোমরা কিছুতেই প্রতারিত হবে না। হাদীসসমূহে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে ইমাম মাহ্দীর আলামত হচ্ছে তাঁর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ হবে। যতদিন পর্যন্ত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হবে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যে গ্রহণ না লাগবে ততদিন পর্যন্ত তার দাবীকে সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। ঘটনাচক্রে সেই মৌলবী তখনও বেঁচে ছিল যখন চন্দ্র এবং সূর্যে গ্রহণ লাগার ভাবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। যখন চাঁদে এবং সূর্যে গ্রহণ লাগে তখন সেই মৌলবীর একজন আহমদী প্রতিবেশী ছিল যিনি এ কথা শুনান যে, যখন সূর্যে গ্রহণ লাগে তখন সেই মৌলবী বিচলিত হয়ে নিজের বাড়ির ছাদে উঠে পায়চারি করতে আরম্ভ করে আর পায়চারি করতে করতে সে বলছিল এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হবে, এখন মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সে এটি বুঝতে পারে নি যে, ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হয়ে গেছে এখন মানুষ মির্যা সাহেবকে মেনে গুমরাহ্ হবে না বা পথভ্রষ্ট হবে না বরং হিদায়াত পাবে। তিনি বলেন, খ্রীষ্টানরাও একদিকে এই কথা মানত যে, সেই সকল আলামত এবং লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে যা অতীতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় কিন্তু অপরদিকে তারা মহানবী (সা.)-এর দাবী শুনে এই কথাও বলত যে, এখন ঘটনাচক্রে একজন মিথ্যাবাদী দাবী করেছে। যেভাবে আজ মুসলমানরা বলে, লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু দৈবক্রমে যা ঘটেছে তা হল এখন একজন মিথ্যাবাদী দাবী করে বসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এমন দৈবক্রম একজন মিথ্যাবাদীর অনুকূলেই যায় অথচ একজন সত্যবাদীর তা লাভ হয় না। *(তফসীরে কবীর, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৬)*

অমৃতবাণী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেনঃ

"খোদা তা'লা আমাকে একাধারে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে মহাসম্মানে ভূষিত করবেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে আমার ভালবাসা প্রোথিত করে দিবেন এবং আমার জামা'তকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করবেন। সকল সম্প্রদায়ের ওপর আমার জামা'তকে তিনি জয়যুক্ত করবেন। আর আমার জামা'তের সদস্যরা জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে এমন উৎকর্ষ লাভ করবে যার ফলে তারা নিজেদের সততার জ্যোতি এবং দলিল-প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর আলোকে সবাইকে নির্বাক করে দিবে। সব জাতি এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে। এ জামা'ত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর বিস্তৃতি লাভ করতে করতে পুরো বিশ্বে ছেয়ে যাবে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, অনেক পরীক্ষাও দেখা দিবে কিন্তু আল্লাহ্ এসব প্রতিবন্ধকতাকে মাঝখান থেকে অপসারণ করে দিবেন এবং তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।

অতএব হে তোমরা যারা শুনছ! এসব কথাকে ভালভাবে স্মরণ রেখ এবং এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজেদের সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রেখ কেননা এটি খোদা তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবে।" *(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, রূহানী খাযায়েন, বিংশতম খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪১০)*

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
হযরত আবু বকর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

বর্তমানে আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে। কতিপয় যুদ্ধাভিযানের বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছিল। একটি যুদ্ধাভিযানের নাম ছিল 'গাযওয়ায়ে বনু কুরায়যা' (তথা বনু কুরায়যার অভিযান)। ওয়াকদী বনু কুরায়যার অভিযানে অংশগ্রহণকৃত সদস্যদের নাম উল্লেখ করেছেন। তদনুযায়ী বনু তায়েম গোত্র থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত তালহা বিন উবায়দিল্লাহ্ (রা.) বনু কুরায়যার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন গানাম (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার দিকে রওয়ানা হন তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মানুষ যদি আপনাকে জাগতিক চাকচিক্যময় পোশাকে দেখে তাহলে তাদের হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাবে। তাই আপনি 'গুল্লা' অর্থাৎ সেই সুন্দর পোশাকটি পরিধান করুন যেটি হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) আপনাকে উপঢৌকনস্বরূপ উপস্থাপন করেছিলেন। মহানবী (সা.) সেটি পরিধান করেন যেন মুশরিকরা তাঁকে (সা.) সুন্দর পোশাকে দেখে। তিনি (সা.) বলেন, আমি অবশ্যই তা পরিধান করব এবং আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা উভয়ে যদি আমার জন্য কোন বিষয়ে একমত হও সেক্ষেত্রে আমি

তোমাদের পরামর্শের পরিপন্থি কিছু করি না আর আমার প্রভু আমার জন্য তোমাদের উদাহরণ তেমনই বর্ণনা করেছেন যেরূপ ফিরিশতাদের মাঝে জিবরাইল এবং মিকাইলের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর ইবনে খাত্তাবের যতটুকু সম্পর্ক, তার উপমা ফিরিশতাদের মাঝে জিবরাইলের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক উম্মতকে জিবরাইলের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন এবং তার উপমা নবীদের মাঝে নূহ্ (আ.)-এর ন্যায়, যখন তিনি বলেছিলেন,

رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا

অর্থাৎ, হে আমার প্রভু! তুমি পৃথিবীতে কোন কাফিরের অস্তিত্ব রেখ না। আর ইবনে আবি কোহাফারঅর্থাৎ হযরত আবু বকরের উপমা ফিরিশতাদের মাঝে মিকাইলের ন্যায়, যখন সে পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্যক্ষমা যাচনা করে এবং নবীদের মাঝে তার উপমা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায়, যখন তিনি বলেছিলেন,

فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

(সূরা ইব্রাহীম: ৩৭)

অর্থাৎ, যে আমার আনুগত্য করল সে সুনিশ্চিতভাবে আমার দলভুক্ত আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সেক্ষেত্রে (হে আল্লাহ্!) তুমি অতীব ক্ষমাশীল এবং বার বার দয়াকারী। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা উভয়ে আমার জন্য কোন একটি বিষয়ে একমত হলে আমি উক্ত পরামর্শের বিপরীত কিছু করব না, কিন্তু পরামর্শের ক্ষেত্রে তোমাদের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন যেমনটি কিনা জিবরাইল, মিকাইল এবং নূহ ও ইবরাহীমের উদাহরণ।

মহানবী (সা.)-এর বনু কুরায়যা অবরোধ বিষয়ক একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। আয়েশা বিনতে সা'দ নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে সা'দ, সম্মুখে অগ্রসর হও এবং তাদের ওপর তির নিক্ষেপ কর। আমি এতটা অগ্রসর হই যেন তারা আমার তিরের নাগালে এসে যায়। আমার কাছে পঞ্চাশের অধিক তির ছিল যা আমি কয়েক মুহূর্তের ভিতর নিক্ষেপ করি, আমাদের তির যেন পঙ্গপালের ন্যায় ছিল। ফলে তারা দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে যায় এবং তাদের কেউ আর বাইরে উঁকি দিয়ে দেখছিল না। আমার তির ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। তাই আমি কিছু তির নিক্ষেপ করি, কিছু সংরক্ষিত রাখি। হযরত কা'ব বিন আমর ম'যানী একজন দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন। তিনি বলেন,

সেদিন আমি আমার তূণে যতগুলো তির ছিল তা সবই নিক্ষেপ করছিলাম, এভাবে যখন রাতের কিছু অংশ পেরিয়ে যায় তখন আমরা তাদের ওপর তির নিক্ষেপ বন্ধ করি। তিনি বলেন, আমাদের তিরন্দাজি করা হয়ে গিয়েছিল; মহানবী (সা.) ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন এবং তাঁর (সা.) চারপাশে অশ্বারোহীরা ছিল। এরপর তাঁর (সা.) নির্দেশে আমরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানস্থলে ফিরে আসি এবং সেখানে রাত্রিযাপন করি। আমাদের খাবার হিসেবে ছিল হযরত সা'দ বিন উবাদা প্রেরিত খেজুর, আর সেই খেজুর যথেষ্ট পরিমাণছিল। আমরা সেই খেজুর খেয়ে রাত অতিবাহিত করি। মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-কেও খেজুর খেতে দেখা যায়। মহানবী (সা.) তখন বলছিলেন, খেজুর কতই না উত্তম খাবার!

হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.) যখন বনু কুরায়যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করেছ। তখন হযরত সা'দ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি যদি কুরাইশদের সাথে মহানবী (সা.)-এর আরও কোন যুদ্ধ নির্ধারিত রেখে থাক, তবে তুমি সেটির জন্য আমাকে জীবিত রাখ। আর যদি তুমি মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের সমাপ্তি করে দিয়ে থাক, তবে আমাকে মৃত্যু দান কর। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, তার ক্ষত খুলে যায় অথচ তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সেই ক্ষতের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল। তিনি (রা.) নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জন্য টানানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) তার কাছে যান। হযরত আয়েশা বলেন, সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাণ, আমি হযরত উমর (রা.)-এর কান্নার শব্দ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কান্নার শব্দ থেকে আলাদাভাবে চিনতে পারছিলাম আর তখন আমি আমার নিজের কক্ষে ছিলাম। [অর্থাৎ হযরত সা'দ (রা.) যখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তারা দু'জন কাঁদছিলেন।] আমি আমার কক্ষে ছিলাম, আর তাদের বাস্তব অবস্থা তেমনই ছিল, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন অর্থাৎ, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ বা তারা পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতা রাখে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কে লিখিত আছে, যেমনটি পূর্বের খুতবাসমূহেও উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) একটি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করছেন। এই স্বপ্নের ভিত্তিতে মহানবী (সা.) চৌদ্দশ' সাহাবীর একটি দলসহ ৬ষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসের প্রথমদিকে এক সোমবার সকালে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে যাত্রা করেন। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন যে, মক্কার কাফিররা তাঁকে (সা.) মক্কায় প্রবেশে বাধা দিতে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, তখন তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চান। হযরত আবু বকর পরামর্শ দিতে গিয়ে নিবেদন

করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তো কেবল উমরা পালনের জন্য এসেছি, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসি নি। আমার অভিমত হল, আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকি; যদি কেউ আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ শরীফে যেতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করে, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব।'

হুদায়বিয়া সন্ধির সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে যখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য প্রতিনিধিদল আসতে আরম্ভ করে, তখন উরওয়া আসে এবং মহানবী (সা.)-এর সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করে। উরওয়া বলে, 'মুহাম্মদ! [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম]। বল দেখি, যদি তুমি নিজ জাতিকে একদম নিশ্চিহ্ন করে দাও, তাহলে (বল,) তুমি আরবদের মধ্যে কারো ব্যাপারে শুনেছ কি যে তোমার পূর্বে আপনজনদেরকেই ধ্বংস করেছে? আর ব্যাপার যদি ভিন্ন হয়, অর্থাৎ কুরাইশরা যদি বিজয় লাভ করে তবে আল্লাহ্'র কসম! তোমার সঙ্গীসাথি যারা এদিক-সেদিক হতে একত্রিত হয়েছে, আমি তাদের চেহারা দেখছি; তারা পলায়ন করবে এবং তোমাকে পরিত্যাগ করবে। একথা শোনার পর হযরত আবু বকর (রা.) উরওয়া বিন মাসঊদ-কে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেন, যাও, যাও, গিয়ে তামাদের প্রতিমা লাত-কে চুমু দিতে থাক [অর্থাৎ তার পূজা কর]। একথা শুনে উরওয়া জিজ্ঞেস করে, এই ব্যক্তি কে? লোকজন বলে, আবু বকর। উরওয়া বলে, দেখ, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি আমার প্রতি তোমার একটি অনুগ্রহ না থাকতো, যার প্রতিদান আমি এখনও তোমাকে দেই নি, তবে আমি তোমাকে এর জবাব দিতাম। হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনুগ্রহ যা ছিল তাহল, একটি বিষয়ে উরওয়া'র ওপর যখন রক্তপণ ধার্য হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) দশটি গর্ভবতী উটনী দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন। যাহোক একথা বলে উরওয়া মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলা আরম্ভ করে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরাইশদের চুক্তি হচ্ছিল। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলতেন, আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট যাই এবং বলি, আপনি কি সত্যি সত্যি আল্লাহ্'র নবী নন? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? আমি বলি, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা মিথ্যার ওপর [প্রতিষ্ঠিত নয়]? তিনি (সা.) বলেন, কেন নয়? আমি নিবেদন করি, তাহলে আমরা আমাদের ধর্মের জন্য অসম্মানজনক শর্ত কেন মানব? তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্'র রসূল এবং আমি তাঁর অবাধ্যতা করব না। তিনি আমাকে সাহায্য করবেন। [অর্থাৎ আমি যদি শর্ত মেনে নিয়ে থাকি তবে এটি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অবাধ্যতা নয়।] তিনি (সা.) বলেন, তিনি [তথা আল্লাহ্) আমায় সাহায্য করবেন। আমি বলি অর্থাৎ হযরত উমর বলেন, আপনি কি আমাদেরকে বলতেন না যে, আমরা অতি শীঘ্রই বায়তুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্'র ঘরে যাব এবং তার তাওয়াফ করব। তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমি বলেছিলাম। আর আমি কি তোমায় এটি বলেছিলাম যে, আমরা এ বছরই বায়তুল্লাহ্ পৌঁছে যাব?হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি বলি, না। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তো একথা বলি নি যে, আমরা এ বছরই বায়তুল্লাহ্ যাব। মহানবী (সা.) বলেন, তাহলে বায়তুল্লাহ্ অবশ্যই পৌঁছবে এবং তাওয়াফও করবে। হযরত উমর (রা.) বলতেন, একথা শুনে আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট আসি এবং আমি জিজ্ঞেস করি, হে আবু বকর (রা.)! মহানবী (সা.) কি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্'র নবী নন? তিনি (রা.) বলেন, কেন নয়! আমি জিজ্ঞেস করি, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই এবং আমাদের শত্রুরা মিথ্যার ওপর? তিনি (রা.) বলেন, কেন নয়! আমি বলি, (তাহলে) আমরা আমাদের ধর্মের জন্য অবমাননাকর শর্ত কেন মানব? তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে খোদার বান্দা! নিঃসন্দেহে মহানবী (সা.) আল্লাহ্'র রসূল এবং রসূল কখনও নিজ প্রভুর অবাধ্যতা করে না আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। প্রায় সেই শব্দই হযরত আবু বকর (রা.) পুনরাবৃত্তি করেছেন যা মহানবী (সা.) বলেছিলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, মহানবী (সা.) কর্তৃক কৃত সন্ধি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক। আল্লাহ্'র শপথ, তিনি (সা.) অবশ্যই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বলি, তিনি (সা.) কি আমাদেরকে বলতেন না যে, আমরা অবশ্যই বায়তুল্লাহ্ যাব এবং তাওয়াফ করব? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, নিঃসেন্দহে। (তিনি আরো বলেন,) মহানবী (সা.) কি এটি বলেছিলেন যে, তুমি এবছরই সেখানে যাবে? হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি বলি, না (এমনটি বলেন নি)। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে নিশ্চয় তুমি সেখানে যাবে এবং অবশ্যই তা তাওয়াফ করবে। যুহরী বলেন অর্থাৎ এই ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি এই ভুলের কারণে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বেশ কয়েকটি পুণ্যকর্ম করেছি। এটি বুখারী শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে। এই হুদায়বিয়ার সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, উরওয়া মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর সাথে আলোচনা আরম্ভ করে। মহানবী (সা.) তার সামনেও সেই একই বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা ইতিপূর্বে তিনি বুদায়েল বিন ওয়ারাকার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। উরওয়া নীতিগতভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে সহমত ছিল। কিন্তু কুরাইশদের দূতের দায়িত্ব পালন এবং তাদের পক্ষে বেশি বেশি শর্ত

মানানোর উদ্দেশ্যে বলে উঠে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি যদি এই যুদ্ধে আপনার জাতিকে ধূলিসাৎ করেন তাহলে কি আপনি আরবদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তির নাম শুনেছেন, যে আপনার পূর্বে এমন অত্যাচার করেছে? কিন্তু পরিস্থিতি যদি উল্টো হয়, অর্থাৎ কুরাইশরা যদি বিজয়ী হয় তাহলে খোদার কসম, আপনার আশেপাশে আমি এমন চেহারা দেখছি যারা পলায়ন করতে সময় নিবে না আর এসব লোক আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করবে। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মহানবী (সা.)-এর পাশেই বসেছিলেন। উরওয়ার এমন কথা শুনে তিনি (রা.) রাগে ফেটে পড়েন এবং বলে উঠেন, যাও যাও, আর গিয়ে লাতকে চুম্বন করতে থাক। আমরা কি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে পরিত্যাগ করব? 'লাত' প্রতিমাটি ছিল বনু সাকীফ গোত্রের একটি বিখ্যাত প্রতিমা। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বলার উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা হলে প্রতিমাপূজারি আর আমরা হলাম খোদাভক্ত। এমনটি হওয়াও কি সম্ভব যে, প্রতিমার জন্য তোমরা ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে অথচ আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পরিত্যাগ করে পলায়ন করব? একথা শুনে, উরওয়া অগ্নিশর্মা হয়ে জিজ্ঞেস করে, কে এই ব্যক্তি যে এভাবে আমার কথার ওপর কথা বলছে? তখন লোকেরা বলে, ইনি আবু বকর। হযরত আবু বকর (রা.)-এর নাম শুনতেই উরওয়ার চোখ দুটি লজ্জাবনত হয়ে যায় আর সে বলে, হে আবু বকর! আমার প্রতি যদি তোমার বড় একটি অনুগ্রহ না থাকত [এখানেও সেকথার উল্লেখ করে, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) একবার ঋণ পরিশোধ করে উরওয়ার জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন।] তাহলে খোদার কসম! এখনই আমি তোমাকে বলতাম, এমন কথার উত্তর কীভাবে দিতে হয় যা তুমি বলেছ।

বুখারী শরীফের একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে কুরাইশদের চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছিল এবং শর্তগুলো নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় হযরত আবু জন্দল যে সোহেল বিন আমরের ছেলে ছিল শিকল জড়ানো অবস্থায় টলতে টলতে আসেন। সোহেল বিন আমর মক্কার প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল। সে তাকে ফেরত পাঠানোর দাবি করে। ফলে মহানবী (সা.) তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনার কিছু বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আর তাতে সেই ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে যেটি হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বাদানুবাদ করার সময় ঘটিয়েছিলেন। অর্থাৎ (তিনি বলেন,) আপনি যদি আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা ঝুঁকবো কেন? যাহোক এর বিবরণ হল– অর্থাৎ আবু জন্দলকে কষ্ট দেয়া হচ্ছিল দেখে হযরত উমর (রা.) এসব কথা বলেন।

মুসলমানরা আবু জন্দলকে কষ্ট দেয়ার এসব ঘটনা দেখছিলেন এবং ধর্মীয় আত্মাভিমানের কারণে তাদের চোখ রক্তিম হয়ে যায় কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সামনে তারা ভয়ে চুপ ছিলেন। অবশেষে হযরত উমর (রা.) আর সহ্য করতে পারেন নি। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং কম্পমান কণ্ঠে বলেন, আপনি কি খোদার সত্য রসূল নন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ! অবশ্যই। তখন উমর (রা.) বলেন, আমরা কি সত্যের ওপর নই আর আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার পূজারী নয়? জবাবে মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ! অবশ্যই এমন। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের সত্য ধর্মের বিষয়ে এই লাঞ্ছনা সহ্য করব? হযরত উমর (রা.)'র অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলেন, দেখ উমর! আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং আমি আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত, তাই আমি এর বিরুদ্ধে যেতে পারি না আর তিনিই আমার সাহায্যকারী। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র প্রকৃতিগত উত্তেজনা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বলতে থাকেন, আপনি কি আমাদেরকে এটি বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করব? তিনি (সা.) বলেন, হ্যা! আমি অবশ্যই বলেছিলাম, কিন্তু আমি কি কখনও একথা বলেছিলাম যে, এই তওয়াফ এ বছরই হবে? উমর (রা.) বলেন, না, এমনটি তো বলেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে অপেক্ষা কর। ইনশাআল্লাহ্ তোমরা অবশ্যই মক্কায় প্রবেশ করবে এবং কাবা শরীফের তওয়াফ করবে। কিন্তু এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত উমর (রা.) আশ্বস্ত নি। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যেহেতু বিশেষ প্রভাব ছিল তাই হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে সরে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং তাঁর সাথেও এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.)ও একই ধরনের জবাব দেন, আর পাশাপাশি উপদেশস্বরূপ বলেন, দেখ উমর! নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে যে হাত রেখেছ সে বাঁধন দুর্বল হতে দিও না। কেননা খোদার কসম! যে ব্যক্তির হাতে আমরা হাত রেখেছি নিশ্চয়ই তিনি সত্য। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন তো আমি উত্তেজনার বশে এসব কথা বলেছি, কিন্তু পরবর্তীতে আমার গভীর অনুতাপ হয় এবং তওবাস্বরূপ আমি এই দুর্বলতার কলঙ্ক মোছার জন্য অনেক নফল ইবাদত করেছি। অর্থাৎ সদকা দিয়েছি, রোযা রেখেছি, নফল নামায পড়েছি এবং দাস মুক্ত করেছি যেন আমার এই গ্লানি দূর হয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যখন বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণের জন্য যান তখন মক্কার কাফিররা সংবাদ পেয়ে তাদের এক নেতাকে তাঁর কাছে পাঠায় একথা বলার জন্য যে, তিনি যেন এ বছর বায়তুল্লাহ্ তওয়াফের জন্য না আসেন। সেই নেতা

তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে আর আলোচনা আরম্ভ করে। কথা বলার সময় সে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, এ বছর আপনি কাবা শরীফ তওয়াফ না করে পরবর্তী কোন বছর পর্যন্ত স্থগিত করে দিন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এশিয়ার লোকদের মধ্যে রীতি হল, তারা যখন কাউকে কোন কথা মানাতে চায় তখন মিনতি স্বরূপ অন্যজনের দাড়িতে হাত স্পর্শ করে অথবা নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, দেখ! আমি বয়স্ক মানুষ এবং জাতির নেতা, আমার কথা মেনে নাও। অতএব সেই নেতাও মিনতিস্বরূপ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শ্মশ্রু স্পর্শ করে। এই (দৃশ্য) দেখে এক সাহাবী সামনে এগিয়ে এসে নিজ তরবারির হাতল মেরে সেই নেতাকে বলেন, তোমার অপবিত্র হাত দূরে সরাও। তখন সেই নেতা তরবারির হাতল দ্বারা আঘাতকারী ব্যক্তিকে বলে, তুমি কি সেই ব্যক্তি যার প্রতি আমি অমুক সময় অনুগ্রহ করেছিলাম। একথা শুনে সেই সাহাবী নীরব হয়ে পেছনে সরে যান। সেই নেতা পুনরায় মিনতিস্বরূপ মহানবী (সা.)-এর দাড়িতে হাত লাগায়। সাহাবীরা বলেন, এই নেতার এভাবে হাত লাগানো দেখে আমাদের খুব রাগ হচ্ছিল, কিন্তু সেই সময় এমন কোন ব্যক্তি আমাদের চোখে পড়ছিল না যার প্রতি সেই নেতার কোন অনুগ্রহ নেই। তখন আমরা চাচ্ছিলাম যে, যদি আমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকত যার প্রতি এই নেতার কোন অনুগ্রহ নেই। এমন সময় আমাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হন যিনি আপাদমস্তক শিরস্ত্রাণ ও বর্মাবৃত ছিলেন আর চরম উত্তেজিত কণ্ঠে সেই নেতাকে সম্বোধন করে বলেন, (দাড়ি থেকে) তোমার অপবিত্র হাত সরিয়ে নাও। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), যিনি একথা বলেছিলেন। সেই নেতা তাকে চিনতে পেরে বলে, হ্যা! আমি তোমাকে কিছুই বলতে পারব না, কেননা তোমার প্রতি আমার কোন অনুগ্রহ নেই।

সীরাত খাতামান্ নবীঈন থেকে নেয়া উদ্ধৃতিতে লেখা আছে যে, ষষ্ঠ হিজরী সনের যিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন সন্ধিচুক্তি লেখা হয়েছিল তখন এই সন্ধিচুক্তির মোট দু'টি অনুলিপি প্রস্তুত করা হয় এবং সাক্ষী হিসেবে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তাতে স্বাক্ষর করেন। মুসলমানদের পক্ষে স্বাক্ষর প্রদানকারীরা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ, হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত উবায়দাহ্ বিন জার্‌রাহর (রা.)। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধির চেয়ে বড় আর কোন বিজয় নেই।

বনু ফাযারাভিমুখে হযরত আবু বকর (রা.)'র অভিযান: এ প্রসঙ্গে লেখা আছে যে, এই অভিযানটি ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। বনু ফাযারা গোত্র নজদ ও কুরা উপত্যকায় বসবাস করত। তাবাকুতুল কুবরা এবং সীরাতে ইবনে হিশামে লেখা আছে, এই অভিযানটি হযরত যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সহীহ্ মুসলিম ও সুনান আবু দাউদের হাদীস হতে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে উক্ত অভিযানের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, আয়াস বিন সারমা বর্ণনা করেন, আমার কাছে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করেছি আর সে সময় আমাদের আমীর ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। মহানবী (সা.) তাঁকে আমাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এই যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করতে গিয়ে একথা উল্লেখ করেছেন যে,

মহানবী (সা.) তাঁর একদল সাহাবী হযরত আবু বকর (রা.)'র নেতৃত্বে বনু ফাযারা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি সেসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই সেনাদলে সালামা বিন আকওয়াও যোগদান করেন, যিনি প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ ছিলেন এবং দৌড়ে বিশেষ দক্ষতা রাখতেন। সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, আমরা প্রায় ফজরের নামাযের কাছাকাছি সময়ে সেই গোত্রের আবাসস্থলের নিকটে গিয়ে পৌঁছি এবং আমরা যখন নামায সম্পন্ন করি তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাদেরকে আক্রমণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। আমরা ফাযারা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তাদের ঝর্ণা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছি এবং এ যুদ্ধে মুশরিকদের অনেকেই নিহত হয় আর এরপর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যায় আর আমরা অনেককে বন্দিও বানিয়ে নিই। সালামা বর্ণনা করেন, পলায়নকারীদের মাঝে একটি দল ছিল নারী ও শিশুদের যারা দ্রুততার সাথে নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গায় তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করি। ফলে, পলায়নকারী এই দল ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর আমরা তাদেরকে বন্দি বানিয়ে নিই। এদের মাঝে একজন বয়স্কা মহিলাও ছিল যে নিজের ওপর একটি লাল রঙের চামড়ার চাদর পরে রেখেছিল আর তার সাথে তার এক সুদর্শনা কন্যাও ছিল। আমি তাদের সবাইকে ঘিরে হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে নিয়ে আসি। তিনি (রা.) সেই কন্যাকে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন। আমরা যখন মদীনায় ফিরে আসি তখন মহানবী (সা.) আমার কাছ থেকে এই মেয়েটিকে নিয়ে নেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে কতিপয় সেসব মুসলিম বন্দিকে ছাড়িয়ে আনেন যারা মক্কাবাসীদের কাছে বন্দি ছিল অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা বন্দি করে রেখেছিল। তিনি (সা.) এই মেয়ের বিনিময়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেন।

খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) সপ্তম হিজরী সনের মহররম মাসে খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। খায়বার পবিত্র মদীনা নগরী থেকে ১৮৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি খেজুর বাগান সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে অনেক আগ্নেয় শিলা রয়েছে। এখানে ইহুদীদের অনেকগুলো দুর্গও ছিল যেগুলোর মাঝে কতিপয়ের ধংসাবশেষ আজও অবশিষ্ট আছে। এসব দুর্গ মুসলমানরা খায়বারের যুদ্ধে জয় করেছিল। এ অঞ্চলটি খুবই উর্বর এবং ইহুদীদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল। মহানবী (সা.) মদীনায় নিজের অবর্তমানে সিবাহ্ বিন উরফাতা গিফারী (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করে যান। খায়বারের দুর্গগুলো দশ দিনের অধিক সময় ধরে অবরুদ্ধ থাকে। হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মাইগ্রেনের ব্যাথা হতো, ফলে তিনি এক দুই দিন বাইরে বেরুতেন না। যাহোক, তিনি (সা.) যখন খায়বারে পৌঁছেন তখন তাঁর মাইগ্রেনের ব্যাথা আরম্ভ হয়। আর এর ফলে তিনি (সা.) জনসমক্ষে আসেন নি। অর্থাৎ, তাঁর (তীব্র) মাথাব্যাথা হতো, যাকে মাইগ্রেন বলা হয়।

মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে কাতীবা নামক দুর্গ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর পতাকা হাতে নেন এবং শত্রুদের মোকাবিলায় বুক চিতিয়ে দণ্ডায়মান হন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ করেন। এরপর তিনি ফিরে আসেন, প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও জয় লাভ হয় নি। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনিও তাঁর (সা.) পতাকা হাতে নেন এবং কঠিন যুদ্ধ করেন। এটি পূর্বাপেক্ষাও ভয়াবহ যুদ্ধ ছিল। এরপর তিনিও ফেরত আসেন কিন্তু বিজয় লাভ হয় নি। ইতিহাস ও সীরাতের অধিকাংশ পুস্তকে এটিই পাওয়া যায় যে, একে একে হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু তাঁদের হাতে দুর্গবিজয় সম্ভব হয় নি। অবশ্য 'সৈয়্যদনা সিদ্দীকে আকবর' নামক একটি পুস্তক আছে যা লাহোর থেকে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল; আমাদের গবেষকরা এতে দেখে আমাকে জানিয়েছেন যে, এ পুস্তকের লেখক লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র হাতে সেই দুর্গ বিজয় হয়েছিল কিন্তু তিনি সেখানে কোন রেফারেন্স দেন নি। যাহোক, লেখক লিখেন, একটি দুর্গ বিজয়ের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) সেনাপতি হিসেবে গিয়েছিলেন যা তাঁর হাতে বিজয় হয়েছিল এবং অন্য একটি দুর্গের জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পাঠানো হয় আর তিনিও সফল হন। তৃতীয় দুর্গ জয়ের দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)'র ওপর ন্যস্ত হয় কিন্তু তিনি তাতে সফল হতে পারেন নি। এতে মহানবী (সা.) বলেন, সকালে আমি এমন একজনকে পতাকসহ সেনাপতি করে পাঠাবো যে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.)-কে অনেক বেশি ভালবাসে আর তাঁর হাতেই দুর্গ বিজয় হবে। অবশেষে হযরত আলী (রা.)-কে পতাকা দেয়া হয় এবং কামূস দুর্গ জয় হয়।

খায়বারের যুদ্ধসম্পর্কে ওয়াকদী'র একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, তা পড়ে দিচ্ছি কেননা লোকেরা তার ইতিহাসগ্রন্থও পড়ে থাকে কিন্তু এটি শতভাগ সঠিক হওয়া আবশ্যক নয়। যাহোক, তিনি লিখেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী হযরত হুব্বাব বিন মুনযির (রা.) তাঁর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! ইহুদীরা খেজুর গাছকে নিজেদের যুবক সন্তানসন্ততির চেয়েও বেশি ভালবাসে। তাই আপনি তাদের খেজুর গাছ কেটে দিন। এরপর মহানবী (সা.) খেজুর গাছ কাটার নির্দেশ দেন এবং মুসলমানেরা দ্রুত খেজুর গাছ কাটতে আরম্ভ করে দেয়। একথাটি এভাবে শতভাগ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কিন্তু এরপরের অংশ আবার সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেন, এটি দেখে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! নিশ্চয়ই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আপনাকে খায়বার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি আপনাকে দেওয়া স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। আপনি খেজুর গাছ কাটবেন না। এরপর মহানবী (সা.)-এর ঘোষক তাঁর নির্দেশে ঘোষণা করে আর খেজুর গাছ কাটতে বারণ করে।

আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-কে খায়বারে বিজয় দান করেন তখন তিনি (সা.) খায়বারের একটি বিশেষ উপত্যকা কাতীবা-কে নিজ আত্মীয়স্বজন, নিজ বংশের মহিলাদের এবং মুসলমান পুরুষ ও মহিলার মাঝে বিতরণ করেন। এসময় মহানবী (সা.) অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.)-কেও একশ' ওয়াসাক শস্যও খেজুর প্রদান করেন। এক ওয়াসাক সমান ষাট সা' এবং এক সা' সমান আড়াই কেজি হয়ে থাকে। এই হিসেবে প্রায় ৩৭৫ মণ শস্য হয় যা হযরত আবু বকর (রা.)'র ভাগে এসেছিল।

হযরত আবু বকর (রা.)'র নজদ্ অভিমুখে অভিযান। এ সম্পর্কে লেখা আছে, নজদ্ একটি আধো-মরু অঞ্চল কিন্তু সবুজ শ্যামল ও উর্বর ভূখণ্ড, যেখানে অনেক উপত্যকা ও পাহাড় রয়েছে। এর দক্ষিণে ইয়েমেন এবং উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি– ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। এর পশ্চিমে হেজায মরুভূমি অবস্থিত। এই এলাকা সমতল ভূমি থেকে বারোশ' মিটার উচ্চতায় অবস্থিত আর এই উচ্চতার কারণেই একে নজদ্ বলা হয়ে থাকে। নজদে বনু কিলাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলে তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সেখানে প্রেরণ করেন। এই সারিয়া বা অভিযান শাবান

মাসের ৭ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আবু সুফিয়ান যখন মক্কা আসে; এ সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, কুরাইশের মিত্র বনু বকর যখন হুদায়বিয়া সন্ধি বিরোধী কাজ করে মুসলমানদের মিত্র গোত্র বনু খুযাআ'র ওপর আক্রমণ করে; আর কুরাইশরা অস্ত্র ও বাহন দিয়ে বনু বকরকে সাহায্য করে এবং হুদায়বিয়া সন্ধির তোয়াক্কা না করে চরম অহঙ্কার ও দম্ভভরে ঘোষণা করে যে, আমরা কোন সন্ধি মানি না; তখন আবু সুফিয়ান মদীনায় আসে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির নবায়ন করতে চায়। সে মহানবী (সা.)-এর নিকট যায়। কিন্তু তিনি (সা.) তার কোন কথার উত্তর দেন নি। অতঃপর সে আবু বকর (রা.)'র নিকট যায় এবং তাঁকে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলার অনুরোধ করে। কিন্তু তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, আমি এমনটি করব না। অতঃপর যেমনটি হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণে বর্ণনা করা হয়েছে, সে হযরত উমর (রা.)'র নিকট যায়। তিনিও অস্বীকার করেন। যাহোক, সে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

মক্কা বিজয়াভিযান। এই অভিযানকে 'গাযওয়াতুল ফাতাহ্ আল্ আ'যম'ও বলা হয়। মক্কা বিজয় ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। তাবারীর ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখন লোকদেরকে সফরের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তখন তিনি (সা.) নিজ পরিবারবর্গকে বলেন, আমার সাজসরঞ্জামও প্রস্তুত কর। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)'র ঘরে যান। তখন হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর জিনিসপত্র প্রস্তুত করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আমার কন্যা! হুযূর (সা.) কি তোমাকে তাঁর সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি উত্তরে বলেন, জ্বী। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার ধারণা কী, হুযূর (সা.) কোথায় যাওয়ার সংকল্প করেছেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তরে বলেন, আমি কিছুই জানি না। অতঃপর মহানবী (সা.) লোকদেরকে বলে দেন যে, তিনি মক্কা অভিমুখে যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশের গুপ্তচর ও গোয়েন্দাদের বাধাগ্রস্ত করে রাখ যতক্ষণ না আমরা তাদের অঞ্চলে তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পৌঁছে যাই। এরপর লোকেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করা আরম্ভ করে দেয়।

এই ঘটনার আরো ব্যাখ্যা করে সিরাতেহালবিয়ায় লিপিবদ্ধ আছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করছিলেন, সে সময়ই মহানবী (সা.) সেখানে আগমণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) জানতে চান, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি সফরের সংকল্প করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে কি আমিও প্রস্তুতি গ্রহণ করবো? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা রাখেন? তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশের মোকাবিলা করার; কিন্তু সাথে এটিও বলেন, হে আবু বকর! এ বিষয়টি এখন গোপনই রাখবে। মোটকথা, মহানবী (সা.) লোকদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু কোথায় যাবেন এ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন নি। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরাইশ ও আমাদের মধ্যে কি এখনও সন্ধির মেয়াদ অবশিষ্ট নেই? তিনি (সা.) বলেন, আছে; তবে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তবে আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা গোপনই রাখবে।

একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কী কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি হয়ত বনু আসফার তথা রোমানদের দিকে যাওয়ার অভিপ্রায় রাখেন। তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর বলেন, তাহলে কি নাজাদ-এর দিকে যাত্রা করার ইচ্ছা? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে আপনি হয়ত কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছা রাখেন। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার এবং তাদের মাঝে তো এখনও চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া বাকি আছে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি জান না যে, তারা বনু কা'ব অর্থাৎ বনু খুযাআ গোত্রের সাথে কী করেছে? এরপর মহানবী (সা.) গ্রামাঞ্চল এবং আশেপাশের মুসলমানদের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন আর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন রমজান মাসে মদিনায় এসে উপস্থিত হয়। অতএব মহানবী (সা.)-এর ঘোষণা অনুযায়ী আরব গোত্রগুলো মদিনায় আসতে আরম্ভ করে। যেসব গোত্র মদিনায় পৌঁছে তাদের মাঝে ছিল বনু আসলাম, বনু গিফার, বনু মুযায়না, বনু আশজাআ আর বনু জুহায়না। তখন মহানবী (সা.) এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! কুরাইশদের গোয়েন্দা ও গুপ্তচরদের বিরত রাখ যতক্ষণ না আমরা তাদের কাছে তাদেরই এলাকায় আকস্মিকভাবে গিয়ে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) সকল রাস্তায় নজরদারি করার জন্য দল নিযুক্ত করেন যেন প্রত্যেক আনাগোনাকারী সম্পর্কে জানা

থাকে। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, অচেনা কোন ব্যক্তিকে তোমাদের সম্মুখ দিয়ে যেতে দেখলে তাকে বাধা দিবে যেন কুরাইশরা মুসলমানদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে না পারে।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে,

মহানবী (সা.) তাঁর এক স্ত্রীকে বলেন, আমার যাত্রার জন্য সাজসরঞ্জাম গোছানো আরম্ভ কর। তিনি সফরের জিনিসপত্র গোছানো আরম্ভ করেন। আর হযরত আয়েশাকে বলেন, আমার জন্য ছাতু বা শস্য ইত্যাদি ভেজে প্রস্তুত কর। তৎকালে এরূপ খাবারেরই প্রচলন ছিল। অতএব তিনি মাটি ইত্যাদি বেছে শস্যদানা প্রস্তুত করা আরম্ভ করেন। হযরত আবু বকর ঘরে তার মেয়ের কাছে আসেন। প্রস্তুতি দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আয়েশা! এটি কী হচ্ছে? মহানবী (সা.) কী কোন সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন? তিনি বলেন, সফরের প্রস্তুতি বলেই মনে হচ্ছে। তিনি (সা.) সফরের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে হযরত আবু বকর বলেন, কোন যুদ্ধের পরিকল্পনা আছে কি? তিনি বলেন, আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না। মহানবী (সা.) বলেছেন, আমার সফরের জন্য সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত কর আর আমরা তা-ই করছি। দুই-তিন দিন পর তিনি (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে ডাকেন এবং বলেন, দেখ! তোমরা জান যে, খুযাআ গোত্রের লোকেরা এসেছিল আর তারা জানিয়েছে যে, এই ঘটনা ঘটেছে। অপর দিকে খোদা তা'লা পূর্বেই আমাকে এই ঘটনার সংবাদ প্রদান করেছেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আর অধিকন্তু তাদের (অর্থাৎ খুযাআর) সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে। এখন আমাদের ভয় পাওয়া আর মক্কার লোকদের বীরত্ব আর শক্তি দেখে তাদের মোকাবিলার জন্য না দাঁড়ানো ঈমানের পরিপন্থি বিষয়। অতএব আমরা সেখানে যাব, তোমাদের মতামত কী? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো তাদের সাথে চুক্তি করেছেন। এছাড়া তারা আপনারই স্বজাতি। তার কথার অর্থ ছিল এই যে, আপনি কি আপনার স্বজাতির সাথে যুদ্ধ করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, আমরা স্বজাতির ওপর আক্রমণ করব না, চুক্তিভঙ্গকারীদের ওপর আক্রমণ করব। এরপর হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, বিসমিল্লাহ্, আমি তো প্রতিদিন দোয়া করতাম যেন এই দিন আসে আর আমরা মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষায় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করি। মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর খুবই নম্র প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সত্য কথা উমরের মুখ থেকে অধিক নিঃসৃত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, প্রস্তুতি গ্রহণ কর। এরপর তিনি (সা.) চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোতে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন রমজানের প্রাথমিক দিনগুলোতে মদিনায় সমবেত হয়। কাজেই, সৈন্যরা সমবেত হতে আরম্ভ করে আর কয়েক হাজার মানুষের সমন্বয়ে সৈন্যদল প্রস্তুত হয়ে যায় এবং তিনি (সা.) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) বলেন, হে আমার খোদা! আমি তোমার সমীপে দোয়া করছি, তুমি মক্কাবাসীদের কানকে বধির করে দাও আর তাদের গুপ্তচরদের অন্ধ করে দাও। যাতে তারা আমাদের দেখতে না পায় আর আমাদের কোন কথা যেন তাদের কানে না পৌঁছে। অতএব তিনি (সা.) বের হন।মদিনায় শত শত মুনাফিক থাকা সত্ত্বেও দশহাজার সৈন্যের মদিনা থেকে যাত্রা করার সংবাদ মক্কায় না পৌঁছা, এটি আল্লাহ্ তা'লারই কাজ ছিল।

তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ লেখা আছে যে, মুসলমানদের কাফেলা বা দলটি এশার সময় মাররুয্ যাহরানে পৌঁছে। মাররুয্ যাহরান মক্কা থেকে মদিনার পথে ২৫ কি: মি: দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ, মক্কা থেকে ২৫ কি: মি: দূরে ছিল। তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দেন আর তারা দশহাজার স্থানে আলো প্রজ্জ্বলিত করে। কুরাইশরা তাঁর যাত্রার সংবাদ পায় নি। তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল, কারণ তাদের ভয় ছিল যে, তিনি (সা.) তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন। তারা সংবাদ পায়নি ঠিকই কিন্তু তাদের অর্থাৎ, কুরাইশদের ধারণা ছিল যে, এবার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এ কারণে তাদের চিন্তা ছিল। মনে হচ্ছে এখানে ভুল লেখা হয়েছে, যাত্রার সংবাদ এখানে পৌঁছার পর পৌঁছে থাকবে। কাফেলা যখন এখানে অবস্থান নেয় এবং দশ হাজার স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন কুরাইশরা আবু সুফিয়ানকে পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করে। তারা বলে, মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে তুমি তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা চেয়ে নিও। আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়েল বিন ওয়ারাকা রওয়ানা হয়ে যায়। (মুসলমান) সৈন্যদল দেখে তারা চরম উৎকণ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.) সেই রাতে হযরত উমর (রা.)-কে নিরাপত্তা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। আবু সুফিয়ানের কণ্ঠ শুনে হযরত আব্বাস (রা.) তাকে ডেকে বলেন, (হে) আবু হানযালা! (এটি আবু সুফিয়ানের ডাক নাম)! সে বলে, উপস্থিত। আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, তোমার পেছনে কী দেখছি? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) দশ হাজার সৈন্যসহ এসেছেন। হযরত আব্বাস (রা.) তাকে আশ্রয় দেন এবং (তার) দু'জন সঙ্গীসহ তাকে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত করেন, আর তারা তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করে।

এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে, বাকি ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণিত হবে।

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

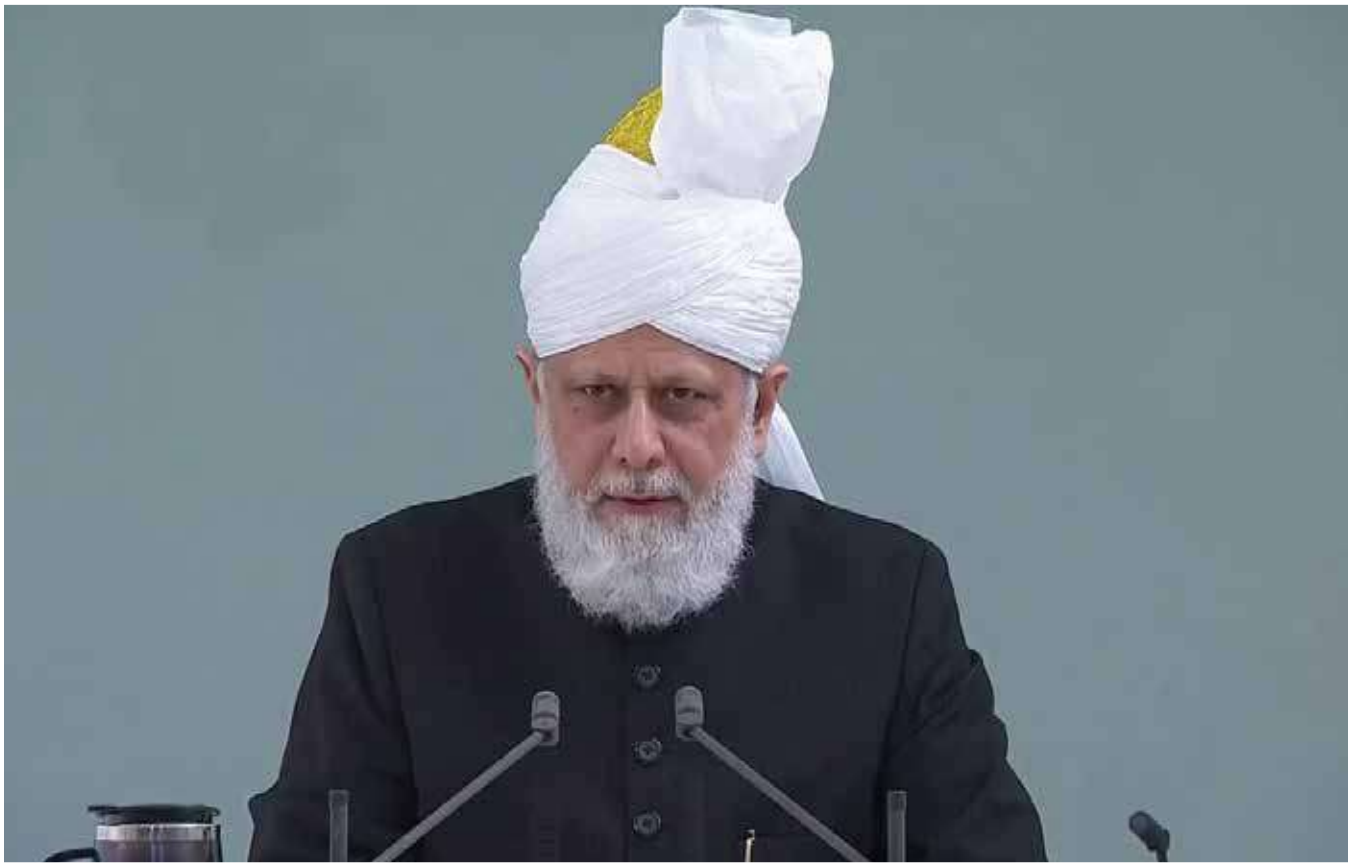

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

ইতিহাসে মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকে স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। (স্বপ্নে) আমি স্বপ্নে আপনাকে দেখেছি আর আমরা মক্কার নিকটবর্তী হয়েছি। তখন একটি মাদা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে আমাদের দিকে আসে। যখন আমরা সেটির নিকটবর্তী হই তখন সেটি পিঠে ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে আর সেটি থেকে দুধ বইতে থাকে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তা'বীর করে বলেন, তাদের অনিষ্ট দূর হয়ে গেছে আর কল্যাণ নিকটবর্তী হয়েছে। তারা তোমার আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তোমার আশ্রয়ে আসবে আর তুমি তাদের কতিপয়ের সাথে মিলিত হবে। অতএব তুমি যদি আবু সুফিয়ানকে পাও তাহলে তাকে হত্যা কোরো না। অতএব, মুসলমানরা আবু সুফিয়ান এবং হাকীম বিন হিযামকে মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে ধরে ফেলে।

ইবনে উক্‌বা বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান এবং হাকীম বিন হিযাম যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত আব্বাস মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ানের ইসলাম (গ্রহণ) সম্পর্কে

আমার সন্দেহ রয়েছে। আবু সুফিয়ান কীভাবে মহানবী (সা.) এর আনুগত্য করেছিল এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেছিল, সেকথা পূর্বেও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক হযরত আব্বাস বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনুন যতক্ষণ না সে ইসলামকে ভালভাবে বুঝে নেয় এবং আপনার সাথে আল্লাহ্‌র বাহিনীকে দেখতে পায়। অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে আবি শায়বা রেওয়ায়েত করেন যে, আবু সুফিয়ান যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে নির্দেশ দেন তাহলে তাকে পথিমধ্যে থামানো যেতে পারে। অরেকটি রেওয়ায়েতে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আব্বাসকে বলেন, তাকে অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে উপত্যকায় থামাও। অতএব হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে ধরে ফেলেন এবং থামান। এতে আবু সুফিয়ান বলে, হে বনী হাশেম (গোত্র)! তোমরা কী প্রতারণা করছ? হযরত আব্বাস বলেন, নবুওয়্যতের অনুসারীরা প্রতারণা করে না। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি বলেন, আমরা মোটেই প্রতারণাকারী নই। তুমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর যতক্ষণ না তুমি আল্লাহ্‌র বাহিনীকে দেখতে পাও আর তাদেরকে দেখতে পাও যাদের আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। অতএব হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে সেই উপত্যকায় আটকে রাখেন যতক্ষণ না সকাল হয়।

ইসলামী বাহিনী যখন আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল– তার উল্লেখ করতে গিয়ে সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ পুস্তকে লেখা আছে যে, আবু সুফিয়ানের সামনে মহানবী (সা.)-এর সবুজ পোশাক পরিহিত বাহিনী দৃশ্যমান হয় যাদের মাঝে মুহাজের ও আনসাররা ছিল আর তাদের হাতে ঝাণ্ডা এবং পতাকা ছিল। আনসারদের প্রত্যেক গোত্রের কাছে একটি পতাকা এবং ঝাণ্ডা ছিল আর তারা লোহায় আবৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ম ইত্যাদি যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত ছিল। কেবল তাদের চোখ দেখা যাচ্ছিল। তাদের মাঝে কিছুক্ষণ পরপর হযরত উমর (রা.)-এর উচ্চস্বর শোনা যাচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, ধীরে চল যাতে তোমাদের প্রথম অংশ শেষ অংশের সাথে মিলিত হয়ে যায়। বলা হয়, এই বাহিনীতে এক হাজার বর্ম পরিহিত (সেনা) ছিল। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর (হাতে) তাঁর পতাকা তুলে দেন আর তিনি সেনাদলের সম্মুখে ছিলেন। হযরত সা'দ যখন আবু সুফিয়ানের কাছে পৌঁছেন তখন তিনি (রা.) আবু সুফিয়ানকে ডেকে বলেন, আজকের দিন রক্তপাত করার দিন। আজকের দিনে নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়া হবে। আজকের দিনে কুরাইশরা লাঞ্ছিত হবে। তখন আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলে, হে আব্বাস! আজ আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত। এরপর অন্যান্য গোত্র সেখান দিয়ে অতিক্রম করে। তারপর মহানবী (সা.) সেখানে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর উটনী কাসওয়ায় আরোহিত ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত আবু বকর এবং হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের এর মাঝে তাদের উভয়ের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন, ইনি হলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের সময় যখন মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন, মহিলারা নিজেদের ওড়না দিয়ে ঘোড়াগুলোর মুখে আঘাত করে সেগুলোকে পেছনে সরাচ্ছিল। তখন তিনি (সা.) মুচকি হেসে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি তাকান এবং বলেন, হে আবু বকর! হাস্‌সান বিন সাবেত কী বলেছে? তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো পাঠ করেন,

عدمت بنيتى ان لم تروها
تثير النقع موعدها كداء
ينازين الاعنة مصرحات
يلطمهن بالخمر النساء

অর্থাৎ, আমার প্রিয় কন্যা অপমানিত হবে যদি তুমি এমন সৈন্যদের ধূলি উড়াতে না দেখ, যাদের প্রতিশ্রুত স্থান হল কাদা পর্বত। সেই দ্রুত ধাবমান অশ্বগুলো নিজেদের লাগামগুলোকে টানছে, (আর) মহিলারা সেগুলোকে নিজেদের ওড়না দিয়ে আঘাত করছে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এই শহরে সেই পথে প্রবেশ কর যেদিক দিয়ে (প্রবেশ করতে) হাস্‌সান বলেছেন। অর্থাৎ, কাদা নামক স্থান দিয়ে। আরাফাতের অপর নাম হল কাদা। এটি একটি পাহাড়ি পথ, যা মক্কার বহিরাংশ থেকে এসে অভ্যন্তরীণ মক্কায় মিলিত হয়। মক্কা বিজয়ের সময় এই স্থান দিয়েই মহানবী (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন শান্তি ও নিরাপত্তার ঘোষণা দেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ান সম্মানিত হওয়া পছন্দ করে। তখন তিনি (সা.) বলেন, যে আবু সুফিয়ানের বাড়িতে প্রবেশ করবে বা আশ্রয় নিবে সে-ও নিরাপদ থাকবে। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হুবল প্রতিমাকে ভূপাতিত করার নির্দেশ দেন। অতএব সেটিকে ভূপাতিত করা হয় এবং তিনি (সা.) সেটির পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন। তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) আবু সুফিয়ানকে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! হুবলকে ভূপাতিত করা হয়েছে, অথচ উহুদের যুদ্ধের দিন তুমি এর সম্পর্কে অনেক বড়াই করছিলে– যখন তুমি ঘোষণা করেছিলে যে, সে তোমাদেরকে পুরস্কৃত

করেছে। তখন আবু সুফিয়ান বলে, হে আওয়ামের পুত্র! এসব কথা এখন বাদ দাও, কেননা আমি এখন নিশ্চিৎ যে, যদি মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ছাড়া অন্য কোন খোদা থাকতো তাহলে আজ যা কিছু ঘটেছে তা ঘটতো না। এরপর মহানবী (সা.) কাবাগৃহের এক কোণায় উপবিষ্ট হন এবং মানুষ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত ছিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) উপবিষ্ট ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁর মাথার পাশে অর্থাৎ তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান ছিলেন।

হুনায়েন-এর যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হুনায়েন-এর যুদ্ধের অপর নাম হাওয়াযেন-এর যুদ্ধ। এটিকে আওতাস-এর যুদ্ধও বলা হয়। হুনায়েন মক্কা এবং তায়েফ-এর মাঝামাঝি মক্কা থেকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি উপত্যকা। হুনায়েন-এর যুদ্ধ ৮ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে মক্কা বিজয়ের পর হয়েছিল। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ রসূল (সা.)-এর হাতে মক্কা জয় করান তখন হাওয়াযেন এবং সাকীফ গোত্রের নেতারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। তাদের শঙ্কা ছিল যে, মহানবী (সা.) তাদের সাথেও যুদ্ধ করবেন। মালেক বিন অওফ নাসরী আরব গোত্রগুলোকে একত্র করে। অতএব তার নিকট হাওয়াযেন গোত্রের পাশাপাশি বনু সাকীফ, বনু নাসর, বনু যুশম, সা'দ বিন বকর এবং বনু হেলালের কিছু মানুষ সমবেত হয়। এরা সবাই সম্মিলিতভাবে আওতাস নামক স্থানে একত্রিত হয়। আওতাস হল হুনায়েন-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। মালেক বিন অওফ মহানবী (সা.) সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য তার গোয়েন্দা প্রেরণ করে। মহানবী (সা.) যখন তাদের একত্রিত হবার সংবাদ পান তখন তিনি (সা.) তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ আসলামী নামক এক ব্যক্তিকে তাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.) হাওয়াযেন গোত্রের মোকাবিলার জন্য যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর যুদ্ধের জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং নিজের চাচাতো ভাই নওফেল বিন হারেস-এর কাছ থেকে অস্ত্র ধার নেন। এভাবে মহানবী (সা.) বারো হাজার সৈন্য নিয়ে বনু হাওয়াযেন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ভোরবেলা হুনায়েন-এর প্রান্তে পৌঁছে উপত্যকায় প্রবেশ করেন। মুশরিক সৈন্যরা এই উপত্যকার গিরিপথে পূর্ব থেকেই লুকিয়ে ছিল। তারা মুসলমানদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে আর এত প্রচণ্ড তিরের বারি বর্ষণ করে যে, মুসলমানরা পিছু হটে পলায়ন করে এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, যার কারণে মহানবী (সা.)-এর নিকট কেবল গুটিকতক সাহাবী রয়ে যায়, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি বারা-এর নিকট এসে বলে, তোমরা হুনায়েন-এর দিন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিলে। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি (সা.) পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নি, কিন্তু ত্বরাপরায়ণ এবং নিরস্ত্র কিছু মানুষ হাওয়ায়েন গোত্রের অভিমুখে যায়, যারা তিরন্দাজ জাতি ছিল। তারা এমনভাবে তির বর্ষণ করেছিল যেন মনে হচ্ছিল পঙ্গপাল (ঝাঁপিয়ে পড়ছে)। এর ফলে তারা তাদের স্থান ছেড়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুহাজেরদের মধ্য থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর পাশে অবিচল ছিলেন। আর মহানবী (সা.)-এর পরিবার-পরিজনদের মধ্য থেকে হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.), আবু সুফিয়ান বিন হারেস ও তার ছেলে ফযল বিন আব্বাস, রাবিয়া বিন হারেস এবং উসামা বিন যায়েদের উল্লেখ পাওয়া যায় যারা তাঁর সাথে ছিল। হযরত আবু কাতাদা (রা.) বর্ণনা করেন, হুনায়েন-এর যুদ্ধের সময় আমি মুসলমানদের মাঝে এক ব্যক্তিকে দেখি যে-কিনা এক মুশরিকের সাথে যুদ্ধরত ছিল এবং অপর এক মুশরিককে দেখি, যে প্রতারণা করে চুপিসারে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে পিছন থেকে তার উপর আক্রমণ করতে চায়। আমি লাফিয়ে তার দিকে অগ্রসর হই যে-কিনা একজন মুসলমানের ওপর এভাবে ধোঁকা দিয়ে আক্রমণ করতে চাইছিল। সে আমাকে মারার জন্য হাত উঠালে আমি তার হাতের উপর আক্রমণ করি এবং হাত কেটে ফেলি। সে আমাকে ধরে ফেলে এবং এত জোরে চেপে ধরে যে, আমি নিরুপায় হয়ে যাই। তারপর সে আমাকে ছেড়ে দেয় এবং নিস্তেজ হয়ে যায়। তখন আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই এবং হত্যা করি। অপরদিকে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। আমিও তাদের সাথে পিছিয়ে যাই। তিনি বলেন, অতঃপর লোকজন ফিরে এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে একত্রিত হতে থাকে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করবে সে-ই নিহত ব্যক্তির জিনিসপত্র হত্যাকারীর হবে। অতএব আমি আমার হাতে নিহত ব্যক্তির বিষয়ে কোন সাক্ষী অন্বেষণ করার জন্য দণ্ডায়মান হই কিন্তু এমন কাউকে পাই নি যে আমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আমি বসে পড়ি। হঠাৎ আমার স্মরণ হয় এবং আমি সেই নিহত ব্যক্তির ঘটনা মহানবী (সা.)-কে অবগত করি। তাঁর (সা.) পাশে বসা এক ব্যক্তি বলে, যার বিষয়ে ইনি উল্লেখ করছেন ঐ নিহত ব্যক্তির অস্ত্রসস্ত্র আমার কাছে। [অর্থাৎ যার কাছে সেই অস্ত্রটি ছিল, তিনি বলেন,] এই অস্ত্রগুলোর পরিবর্তে তাকে অন্য কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করুন। [সে বলে, আমার কাছে যে জিনিস আছে তা আমার কাছেই রাখতে দিন এবং তাকে অন্য কিছু দিয়ে দিন]। হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে বসা ছিলেন। তিনি বলেন, অসম্ভব। মহানবী (সা.) কুরাইশের এক ভীতুকে জিনিস দিয়ে দিবেন আর আল্লাহ্‌র

সিংহদের মাঝে এক সিংহকে বঞ্চিত রাখবেন যিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করছেন! হযরত আবু কাতাদা (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) উঠে দাঁড়ান এবং সেগুলো আমাকে দিয়ে দেন। তদ্বারা আমি একটি খেজুর বাগান ক্রয় করি এবং ইসলাম (গ্রহণের)-পর এটিই আমার গড়া প্রথম সম্পত্তি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, স্মরণ রেখো, ইতিহাস থেকে জানা যায়, হুনায়নের যুদ্ধে মক্কার কাফের সৈন্যরা একথা বলে যখন ইসলামে অনুপ্রবেশ করে যে, আজ আমরা আমাদের বীরত্বের সাক্ষর দেখাব। কিন্তু বনু সাকীফের আক্রমণের তীব্রতা সইতে না পেরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, তখন এমন এক মুহূর্ত আসে যখন মহানবী (সা.)-এর আশপাশে কেবল বারো জন সাহাবী অবশিষ্ট ছিলেন। ইসলামী সৈন্যদল যাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার, তারা তখন দিগ্বিদিক পলায়ন করতে থাকে। কাফের সেনাদল ছিল তিন হাজার তিরন্দাজ বিশিষ্ট। তারা তাঁর (সা.)-এর ডান-বামের পাহাড়গুলোতে চড়ে তাঁর ওপর তির বর্ষণ করছিল। কিন্তু তখনও তিনি (সা.) পশ্চাৎপদ হতে চান নি বরং সম্মুখে অগ্রসর হতে চান। হযরত আবু বকর (রা.) কিছুটা শঙ্কিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে ফেলেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার প্রাণ আপনার জন্য নিবেদিত, এখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সময় নয়। মুসলিম সৈন্যরা একত্রিত হলে পরে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হব। কিন্তু মহানবী (সা.) অত্যন্ত দীপ্তকণ্ঠে বলেন, আমার বাহনের লাগাম ছেড়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) গোড়ালি মেরে [তথা বাহন হাঁকিয়ে] সম্মুখে অগ্রসর হন আর বলতে থাকেন

"আনান্ নাবিয়্যু লা কাযিব, আনা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব"

অর্থাৎ, আমি প্রতিশ্রুত নবী, যার সুরক্ষার বিষয়ে স্থায়ী প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমি ভণ্ড নবী নই। তাই তোমরা তিন হাজার তিরন্দাজ হও বা ত্রিশ হাজার, আমি তোমাদের কোন পরোয়া করি না। আর আমার এই বীরত্ব দেখে আমায় ঈশ্বর মনে করো না। আমি এক মানবমাত্র এবং তোমাদের নেতা আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র তথা পৌত্র। মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর গলার স্বর উঁচু ছিল। তিনি (সা.) চাচার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আব্বাস! সম্মুখে এসো এবং উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলো, হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! [অর্থাৎ যারা সূরা বাকারা মুখস্ত করেছে], হে হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষতলে বয়আতকারীগণ! খোদার রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন। একজন সাহাবী বলেন, মক্কার সাম্প্রতিক নব-মুসলিমদের ভীরুতার কারণে ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখ সারি যখন পেছন দিকে পলায়নপর হয় তখন আমাদের বাহনগুলোও ছুটতে থাকে আর আমরা যতই বাধা দিচ্ছিলাম, সেগুলো ততই পেছন দিকে দৌড়াচ্ছিল। ইতোমধ্যে হযরত আব্বাস (রা.)'র ধ্বনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অর্থাৎ, হে সূরা বাকারার সাহাবীগণ! হে হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষতলে বয়আ'তকারীগণ! আল্লাহ্‌র রসূল তোমাদেরকে ডাকছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই ধ্বনি যখন আমার কানে এল তখন আমার মনে হল, আমি জীবিত নই- মৃত। আর ইসরাফিলের শিঙ্গা বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমি নিজের উটের লাগাম সজোরে টেনে ধরলাম আর এর মাথা পিঠের সাথে লেগে গেল। কিন্তু সেটি এতই উদ্‌ভ্রান্ত ছিল যে, যেই না আমি লাগাম ঢিল দিলাম অমনি সে পিছনের দিকে দৌড়াতে শুরু করল। এতে আমি এবং আরও অনেক সঙ্গী তরবারি বের করি। কয়েকজন তো উটের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে যায় আর কয়েকজন উটের গলা কেটে ফেলে মহানবী (সা.)-এর দিকে দৌড়াতে শুরু করে। কয়েক মুহূর্তেই সেই দশ হাজার সাহাবীর বাহিনী- যারা মক্কা অভিমুখে পলায়নপর ছিল, তারা মহানবী (সা.)-এর পাশে সমবেত হয়ে যায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ে আরোহণ করে তারা শত্রুপক্ষকে তছনছ করে ফেলে আর এই ভয়ংকর পরাজয় এক সুমহান বিজয়ে রূপান্তরিত হয়।

তায়েফের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তায়েফ মক্কা থেকে পূর্বে প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হেজাযের একটি বিখ্যাত পাহাড়ী শহর। সেখানে আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল প্রচুর পরিমাণে হত। এখানে বনু সাকীফ (গোত্র) বাস করত। হাওয়াযেন এবং সাকীফের বেশিরভাগ পরাজিত সদস্যরা নিজেদের নেতা মালেক বিন অওফ নাসরী'র সাথে পালিয়ে তায়েফেই এসেছিল আর এখানেই দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায়। অতএব, মহানবী (সা.) হুনায়েন থেকে কার্য সম্পাদন করে এবং জি'রানাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জড়ো করিয়ে (তা) বণ্টন করেন। আর এই অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসেই তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। জি'রানা মক্কা এবং তায়েফের পথে মক্কার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম এবং মক্কা থেকে এর দূরত্ব সাতাইশ কিলোমিটার।

মহানবী (সা.) কতদিন তায়েফ অবরোধ করে রেখেছিলেন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেছেন, দশরাতের কিছু বেশিকাল অবরোধ করেছিলেন। কয়েকজন বলেছেন, বিশ রাতের চেয়ে কিছু অধিক সময় অবরোধ করে রেখেছিলেন। এটাও বলা হয় যে, বিশ দিন অবরোধ করে রাখেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, মহানবী (সা.) প্রায় ত্রিশ রাত তায়েফবাসীদের অবরোধ করে রাখেন। ইবনে হিশাম বলেন, এটাও বলা হয় যে, [তাদেরকে মহানবী (সা.)] সতেরো রাত অবরোধ করে রেখেছিলেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত হল, আমরা চল্লিশ রাত পর্যন্ত

তাদের অবরোধ করে রাখি। মহানবী (সা.) যখন তায়েফে সাকীফদের অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে আবু বকর! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমাকে মাখনে পূর্ণ একটি পেয়ালা পরিবেশন করা হয়েছে কিন্তু একটি মোরগ তাতে ঠোকর দিল, ফলে পেয়ালাতে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তাদেরকে অবরোধের পেছনে আপনার উদ্দেশ্য আজকের দিনে অর্জিত হবে বলে আমি মনে করি না। মহানবী (সা.) বলেন, আমিও তেমনটি হবে বলে মনে করি না। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আমি কি লোকদের মাঝে যাত্রার ঘোষণা করিয়ে দেবো কি? মহানবী (সা.) বলেন, কেন নয়? তখন হযরত উমর (রা.) লোকদেরকে যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দিলেন।

তাবুক যুদ্ধ ৯ হিজরীর রজব মাঝে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তাবুক মদীনা থেকে সিরিয়াগামী সেই রাজপথের পাশে অবস্থিত, যা সাধারণ বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর আসা-যাওয়ার পথ ছিল। এটি 'ওয়াদিউল কুরা' এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি শহর ছিল। একে 'আসহাবুল আয়কা'র শহরও বলা হয়। এর প্রতি হযরত শুআয়েব (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন এবং মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধে বড় পতাকা তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাবুকের যুদ্ধের সময় নিজের সমস্ত অর্থ-সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে উপস্থাপন করেছিলেন যার পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদের তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন তখন তিনি (সা.) মক্কা এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকেও সংবাদ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন তাঁর (সা.) সহযাত্রী হয়। আর তিনি (সা.) ধনীদেরকে আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করার এবং বাহন সরবরাহ করার আহ্বান জানান। মহানবী (সা.) এ বিষয়ের তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন আর এটি তাঁর সশরীরে অংশগ্রহণ করা শেষ যুদ্ধ ছিল। অতএব, এসময় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে আসেন তিনি হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। তিনি, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর গৃহের সব সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন যা চার হাজার দিরহাম মূল্যমানের ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু রেখে এসেছেন কী? উত্তরে তিনি (রা.) নিবেদন করেন, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) তাঁর ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যেও কি কিছু রেখে এসেছ? উত্তরে তিনি (রা.) নিবেদন করেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। এ উপলক্ষে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) একশ অওকিয়া প্রদান করেন। এর পরিমান প্রায় চার হাজার দিরহাম হয়। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, উসমান বিন আফ্‌ফান এবং আব্দুর রহমান বিন অওফ হল, ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহ্ তা'লার ধনভাণ্ডারগুলোর মধ্য থেকে দু'টি ধনভাণ্ডার যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে আর তারা অনেক সম্পদ দিয়েছে। এ সময় মহিলারাও তাদের অলঙ্কারাদি প্রদান করেন এবং হযরত আসেম বিন আদী (রা.) ৭০ ওসাক খেজুর প্রদান করেন, যা প্রায় ২৬২ মণ দাড়ায়। ৪০ কেজিতে এক মণ ধরলে প্রায় এক টনের বেশি হয়। অর্থাৎ, প্রায় দেড় টনের মত হয়।

যায়েদ বিন আসল তার পিতার বরাতে রেওয়ায়েত করেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, মহানবী (সা.) আমাদেরকে সদকা করার নির্দেশ দেন। তখন আমার কাছে সম্পদ ছিল, তাই আমি ভাবলাম, কোনদিন যদি আমি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে সেটি হল আজকের দিন। তিনি (রা.) বলেন, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার পরিবারের জন্য তুমি কী রেখে এসেছ? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, আরও এতটুকু। অর্থাৎ, যতটুকু নিয়ে এসেছি এর সমপরিমাণ পরিবারের জন্য রেখে এসেছি। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) সেসব (সম্পদ) নিয়ে আসেন যা তাঁর কাছে ছিল। অর্থাৎ, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) আসেন আর হযরত উমর (রা.) বলেন, তাঁর কাছে যা ছিল (তিনি) সেসব কিছুই নিয়ে আসেন। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য কী রেখে এসেছ? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি বলি, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর থেকে কখনও কোনো ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে পারব না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "এক ছিল সেই যুগ যখন ঐশী ধর্মের জন্য মানুষ অকাতরে নিজেদের জীবন কুরবানীর পশুর ন্যায় উৎসর্গ করত, ধনসম্পদ তো দূরে থাক! হযরত আবু বকর (রা.) তো একাধিকবার নিজের সাকুল্য সম্পদ উৎসর্গ করেছেন, এমনকি বাড়িতে একটি সুঁইও রাখেন নি। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.) তাঁর সামর্থ্য ও সঙ্গতি অনুসারে এবং হযরত উসমান তাঁর সাধ্য ও অবস্থা অনুসারে একইভাবে পদমর্যাদা অনুপাতে সব সাহাবী তাঁদের জীবন ও সম্পদ এই ঐশী ধর্মের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দীক্ষিতদের সম্পর্কে বলেন, এক দল হল তারা যারা বয়আ'ত তো করে যায় এবং অঙ্গীকারও করে যায় যে, ধর্মকে আমরা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব কিন্তু

সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন পড়লে নিজেদের পকেট চেপে ধরে রাখে। এমন জগতপ্রীতির মাধ্যমে কেউ কি ধর্মীয় লক্ষ্য অর্জন করতে পারে? আর এমন লোকদের অস্তিত্ব কি আদৌ কল্যাণকর হতে পারে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো নয়।" পুনরায় তিনি (আ.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ অর্থাৎ, যতক্ষণ তোমরা সেই সম্পদ ব্যয় না করবে যা তোমাদের প্রিয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পুণ্য (প্রকৃত অর্থে) পুণ্য নয়।"

হযরত আবু বকর (রা.)'র মহানবী (সা.)-এর সাথে একত্রে একজন সাহাবীকে দাফন করার ঘটনা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। একদিন মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙলে আমি সেনাশিবিরের একপাশে আগুনের শিখা দেখতে পাই। তাই আমি সেদিকে দেখতে যাই যে, কী হয়েছে। সেখানে গিয়ে আমি মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-কে দেখতে পাই। এছাড়াও আমি দেখি, হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইন মুযনী (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁরা তার জন্য কবর খুঁড়ে রেখেছেন। মহানবী (সা.) কবরে নেমেছিলেন আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) তার মরদেহ নামিয়ে তাঁর (সা.) হাতে দিচ্ছিলেন আর তিনি (সা.) বলছিলেন, তোমরা দু'জন তোমাদের ভাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব, তারা দু'জন হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইনের মরদেহ মহানবী (সা.)-এর দিকে এগিয়ে দেন। তিনি (সা.) যখন তাকে কবরে সমাহিত করেন তখন তিনি (সা.) দোয়া করেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার সন্ধ্যা হয়েছে তার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায়, তাই তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট হও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বর্ণনা করেন, সেই সময় আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা হচ্ছিল যে, হায়! এই কবরে সমাহিত ব্যক্তি যদি আমি হতাম! হযরত আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদাইন (রা.) বনু মুযায়না গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার সম্পর্কে জানা যায়, তার শৈশবেই তার পিতা মারা যান, উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি কিছুই পান নি। তার চাচা সম্পদশালী মানুষ ছিল, সেই চাচা তাকে লালনপালন করে, এভাবে তিনি (রা.)ও সম্পদশালী হয়ে যান। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে তার চাচা তার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয়, এমনকি তার পরনের লুঙ্গিটিও কেড়ে নেয়। তখন তার মা এসে নিজের চাদর দু'টুকরো করে তাকে দেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ একটি টুকরো লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করেন এবং অপর টুকরোটি গায়ে জড়িয়ে নেন। এরপর তিনি মদীনায় আসেন এবং মসজিদে গিয়ে শুয়ে পড়েন আর পরদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে ফজরের নামায পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) ফজরের নামায শেষ করার পর লোকদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন; [লক্ষ্য করতেন, কে কে রয়েছে আর নতুন কেউ আছে কিনা?] মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে দেখে আগন্তুক মনে করেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) নিজের বংশ পরিচয় তুলে ধরেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (রা.) বলেন, আমার নাম আব্দুল উয্যা। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি হলে, আব্দুল্লাহ্ যুলবিজাদায়ন, অর্থাৎ দুই চাদরবিশিষ্ট ব্যক্তি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার কাছাকাছিই থাকবে। অতএব, তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর অতিথিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে কুরআন শরীফ শেখাতেন, এভাবে তিনি (রা.) কুরআনের অনেকখানি মুখস্ত করে ফেলেন। এছাড়া তিনি (রা.) উচ্চ কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন।

হজ্জের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র হজ্জের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) ৯ম হিজরী সনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হল, মহানবী (সা.) তাবুক থেকে ফিরে এসে হজ্জে যাবার সংকল্প করেন। তখন তাঁকে জানানো হয়, অন্য মানুষের সাথে একত্রে মুশরিকরাও হজ্জ করে; [সেখানে মুশরিকরাও থাকবে] এবং তারা শিরকে কলুষিত বাক্যও উচ্চারণ করে আর উলঙ্গ হয়ে কা'বা শরীফ তওয়াফ করে। এসব কথা শুনে মহানবী (সা.) এ বছর হজ্জের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে হজ্জের আমীর হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তিনশ' সাহাবীর সাথে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং মহানবী (সা.) তাদের সাথে বিশটি কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন। যেগুলোর গলায় স্বয়ং মহানবী (সা.) নিজ হাতে কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ মালা পরিয়ে দেন এবং চিহ্নিত করে দেন। এছাড়া হযরত আবু বকর (রা.) নিজের সাথে পাঁচটি কুরবানীর পশু নিয়ে যান। রেওয়ায়েত রয়েছে, হজ্জের সময় হযরত আলী (রা.) সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে শোনান। রেওয়ায়েতটি হল, আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলী রেওয়ায়েত করেছেন, যখন সূরা বারাআ, অর্থাৎ সূরা তওবা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয় তখন ইতোমধ্যে তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমীর হিসেবে হজ্জে প্রেরণ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সূরাটি হযরত আবু বকর (রা.)'র নিকট প্রেরণ করুন যাতে সেখানে তিনি তা পড়ে শোনাতে পারেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি ছাড়া আমার পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব আর কেউ

পালন করতে পারবে না। এরপর তিনি (সা.) হযরত আলীকে (রা.)-কে ডেকে এনে তাকে বলেন, সূরা তওবার প্রারম্ভিক আয়াতে (যে শিক্ষা) বর্ণিত হয়েছে তা নিয়ে যাও আর কুরবানীর দিন লোকেরা যখন মিনায় একত্রিত হবে তখন সেখানে ঘোষণা করে দিবে যে, জান্নাতে কোন কাফির প্রবেশ করবে না এবং এ বছরের পর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ করার অনুমতি পাবে না আর কাউকে উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা শরীফ তওয়াফ করার অনুমতিও দেয়া হবে না। কিন্তু যার সাথে মহানবী (সা.) চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তার চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করা হবে।

হযরত আলী বিন আবু তালেব (রা.) মহানবী (সা.)-এর উট আযবাতে আরোহণ করে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মিলিত হন। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয় আরজ অথবা যুজানান উপত্যকায়। আরজ হল মক্কা থেকে মদীনাগামী রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি উপত্যকা যেখানে কাফেলা যাত্রা বিরতি দিত। আর যুজানান মদীনার পথে মক্কার পাশে অবস্থিত একটি স্থান যা মক্কা থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। যাহোক হযরত আবু বকর (রা.) যখন রাস্তায় হযরত আলী (রা.)কে দেখেন তখন তিনি (রা.) বলেন, আপনাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে নাকি আপনি আমার অধীনস্থ হবেন? বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন! হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ বলেন, মহানবী (সা.) আপনাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি আমীর হবেন, নাকি আপনি আমার অধীনে এই কাফেলার সাথে যাবেন। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি আপনার অধীনে থাকব। এরপর দুজনেই যাত্রা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের হজ্জের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বাবধান করেন। সেবছর আরববাসীরা তাদের সেই জায়গায়ই তাবু স্থাপন করেছিল যেখানে তারা অজ্ঞতার যুগে তাবু গাড়তো। কুরবানীর দিন এলে হযরত আলী (রা.) লোকদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর সেই নির্দেশের ঘোষণা করে বলেন, হে লোকেরা! জান্নাতে কোন কাফের প্রবেশ করবে না এবং এবছরের পর কোনো মুশরেক হজ্জ করবে না আর কাউকে উলঙ্গ দেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে না। যার সাথে মহানবী (সা.) কোন চুক্তি করেছেন সেটির (অর্থাৎ কৃত চুক্তির) মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। এছাড়া লোকদেরকে ঘোষণার দিন থেকে চার মাস পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হয় যাতে সকল জাতি তাদের নিরাপদ স্থান অথবা নিজেদের অঞ্চলে ফিরে যেতে পারে। এরপর কোনো মুশরেকের সাথে কোনো চুক্তিহবে নাআর কোন দায়-দায়িত্বও থাকবে না, তবে সেই অঙ্গীকার বা চুক্তি ব্যতীত যা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে কোনো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত রয়েছে। অর্থাৎ যেসব চুক্তির সময় সীমা এখনো বাকি আছে সেগুলো ব্যতীত নতুন কোনো চুক্তি হবে না। এ বছরের পর আর কোনো মুশরেক হজ্জ করে নি এবং কেউ নগ্ন শরীরে কা'বা শরীফর তওয়াফও করে নি।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আলী বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) আরফায় আসেন এবং মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষ করার পর তিনি (রা.) আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, হে আলী! দাঁড়িয়ে মহানবী (সা.)-এর বার্তা ঘোষণা করে দাও। অতএব আমি দাঁড়িয়ে যাইআর তাদের সূরা তওবার চল্লিশ আয়াত শুনাই। এরপর হযরত আলী এবং হযরত আবু বকর উভয়ে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন।

এই স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে। এখন আমি একজন প্রয়াত মহিলার স্মৃতিচারণ করতে চাই যিনি গত কিছুদিন পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। আমি তার (গায়েবানা) জানাযাও পড়াব ইনশাআল্লাহ্। তিনি হলেন, মোহতরমা আমাতুল লাতীফ খুরশীদ সাহেবা। তিনি কানাডায় বসবাস করছিলেন। তিনি আল্ ফযল রাবোয়ার সহকারী সম্পাদক মরহুম শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি হারসিয়াঁ নিবাসী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মিয়াঁ ফজল মুহাম্মদ সাহেবেরপৌত্রী, হযরত হাকীম আল্লাহ্ বখশ তেলওয়াণ্ড মুদাররেস ডেউড়ি হযরত হযরত আম্মাজানের দৌহিত্রী এবং কাদিয়ানের দরবেশ মুকাররম আব্দুর রহীম দিয়ানত সাহেব ও আমেনা বেগম সাহেবার জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। কাদিয়ানের নুসরত গার্লস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি (মাধ্যমিক) পাশ করেন এরপর জামেয়া নুসরতে ৪৩ বা ৪৪ সনে ভর্তি হন। জামেয়া নুসরতে তিনি দুই বছর অধ্যয়ন করেন এরপর প্রাইভেট পড়ে আদীব-আলিম পাস করেন। যেমনটি আমি বলেছি তার বিয়ে হয়েছিল আল-ফজলের সহকারী সম্পাদক শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেবের সাথে। তাদের বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মসজিদ মুবারকে পড়িয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিন পুত্র এবং দুই কন্যাসন্তান দান করেছেন। তিনি মুরব্বী সিলসিলা আব্দুল বাসেত শাহেদ সাহেবের বোন ছিলেন, যিনি বর্তমানে লণ্ডনে বসবাস করছেন আর এখানে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন এছাড়া আফ্রিকাতেও ছিলেন। তার এক পৌত্র ওয়াক্কাস আহমদ খুরশীদ সাহেব আমেরিকাতে মুরব্বী সিলসিলা হিসাবে কর্মরত আছেন। যথেষ্ট শিক্ষিত পরিবার এটি। তার এক বোন হলেন, আমাতুল বারী নাসের সাহেবা। তিনিও জামা'তের বই পুস্তক প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজ করে থাকেন। আমাতুল লতীফ সাহেবা তেরো বছর বয়সেই লাজনা ইমাইল্লাহর বিভিন্ন পদে কাজ

আরম্ভ করেন এবং সত্তর বছর পর্যন্ত তার এই কাজের ধারা অব্যাহত থাকে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দিকনির্দেশনা, হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত সৈয়্যদা নুসরত জাহান বেগম সাহেবার তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য বুযূর্গদের নিগরানীতে কাজ করার তার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি কাদিয়ানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী এবং মরহুমা ছোটি আপার কথানুযায়ী হিজরতকারী নারীদের ইনচার্জ হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। একইভাবে বিভিন্ন পদে থেকে লাজনা ইমাইল্লাহর কাজ করার সুযোগ পান আর দীর্ঘকাল তিনি সেক্রেটারি ইশাআতও ছিলেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত তিনি 'মিসবাহ্'-এর সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি কানাডা বসবাস করছিলেন, সেখানেও তিনি লাজনা ইমাইল্লাহর অনারারি উপদেষ্টা ছিলেন। বইপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে লাজনা ইমাইল্লাহর ইতিহাস-এর প্রথম চার খণ্ড, আল-মাসাবীহ্ এবং আল-আযহার সংকলনে তিনি ভরপুর সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছেন। হযরত ছোটি আপার সাথে ৪৪ বছর কাজ করার সৌভাগ্য পান। তার পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে নাসেরাতুল আহমদিয়ার সর্বপ্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আমাতুল লতীফ সাহেবা যখন সেক্রেটারি নাসেরাত ছিলেন তখন তিনি তার স্বামী শেখ খুরশীদ আহমদ সাহেবের সহযোগিতায় 'রাহে ঈমান' এবং জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ সংকলন করেন।

তার ছেলে লেইক আহমদ খুরশীদ সাহেব বলেন, আমার মরহুমা মা তার ঘরে সব সন্তানদের একটি গভীর পাঠ এটি দিয়েছেন যে , যদি জামা'ত এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে কোন কথা হয় তাহলে কোনভাবেই তা শুনবে না আর কোনভাবে কানে কথা পৌঁছে গেলে সেটাকে ঘুণাক্ষরেও পুনরাবৃত্তি করবে না, সেকথা মুখেও আনবে না কেননা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য-সমর্থন জামা'ত ও খেলাফতের সাথে রয়েছে। তিনি বলেন, সকল পরীক্ষা ও ফিতনার পর খোদা তা'লার নির্শনাদি জামা'তের সপক্ষে প্রকাশিত হয় তাই তোমরা অযথাই এসব ফিতনায় জড়াবে না। এরপর তিনি লিখেন, মরহুমা জামা'তের এক জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। খুবই মিশুক এবং সবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ আস্থাশীলা ও মানবসেবায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। কানাডায় হিজরতকারী পরিবারগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ গ্রহণ করতেন।

তার এক সন্তান লিখেছেন, খিলাফতের প্রতি আমাদের আম্মাজানের গভীর ভালবাসা ছিল। সর্বদা আমাদের সবাইকে যুগ খলীফার জন্য দোয়া করার তাগাদা দিতেন এবং স্মরণ করাতেন। যথাসময়ে ও যত্নসহকারে নামায আদায় করতেন। (আমাদের জন্য) জুমার দিন এক ঈদের দিন হত। পবিত্র কুরআনের প্রতি ভালবাসার বিষয়ে লিখেন, অগণিত শিশুকে পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন এবং শুদ্ধ উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠে জোর দিতেন। তার পৌত্র মুরুব্বী সিলসিলাহ্ ওয়াক্কাস খুরশিদ সাহেব বলেন, তিনি সর্বদা দোয়া এবং পড়ালেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ছোটদের উত্তম তরবিয়তের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন গল্প শুনিয়ে শিশু-কিশোরদের জামা'তের ইতিহাস শেখাতেন।

তার এক পৌত্রী বলেন, দাদি আম্মার নয় পৌত্রীরয়েছেন। তিনি আমরা মেয়েদের লাজনা ইমাইল্লার খাদেমা হওয়ার জন্যই কেবল তরবিয়তই করেন নি বরং ভদ্রতা ও শিষ্টাচার, সঠিক পর্দা কীভাবে করতে হয়, ঘর-সংসার কীভাবে সামলাতে হয়, অতিথি আপ্যায়ন, সেলাই, উর্দুতে লেখাপড়া এসকল বিষয়ে আমাদের সকলের জন্য পথিকৃৎ ছিলেন। আমরা প্রাপ্তবয়স্কা হলে, আমাদেরকে আমাদের স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির যথাযথ খেয়াল রাখার বিষয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমরা আমাদের শ্বশুরবাড়ির (লোকজনের) সাথে সময় কাটিয়েছি শুনলে (মরহুমা) অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। এসকল দ্বায়িত্বাবলীর পাশাপাশি তিনি আমাদেরকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া ও ক্যারিয়ার গঠনের বিষয়েও নসীহত করেছেন। জন্মদিন উদ্‌যাপন না করার ন্যায় অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে যেখানে তিনি অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন সেখানে তিনি জন্মদিন এবং অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষ্যগুলোকে স্মরণীয়ও করে রেখেছেন কেননা তিনি পরিবারের সবাইকে সম্মিলিতভাবে হামদ ও সানা (অর্থাৎ মাহমুদ কী আমীন নযম) পাঠ করা ও বাজামা'ত দোয়া করতে বলতেন। তিনি আরো বলেন, কানাডায় আহমদী মুসলমান হিসেবে আমাদের তরবিয়্যতের তিনি এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের ঈমান এবং পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তা শিখিয়েছেন।

যাহোক, নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই হচ্ছে মায়েদের এবং বুযূর্গদের দায়িত্ব। নতুন প্রজন্মের কীভাবে তরবিয়ত করতে হয়, তাদেরকে ধর্মও শেখাতে হবে এবং এই (পশ্চিমা) সমাজে বসবাস করে কোনরূপ হীনমন্যতায় না ভুগে এখানে খাপ খাইয়ে চলার প্রতিও মনযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ তার সাথে দয়া ও কৃপার আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার বংশধরদেরকে তার পুণ্যসমূহকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

‘রূহানী খাযায়েন’-এর পরিচয়পর্ব

রূহানী খাযায়েন (তৃতীয় খণ্ড)

[ফতেহ ইসলাম, তৌযিয়ে মারাম, ইযালায়ে আওহাম (দুটি খণ্ড)]

মূল: হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব

ভাষান্তর: **মাওলানা আবু সালেহ আহমদ মণ্ডল**

চতুর্থ কিস্তি

ফতেহ ইসলাম

ইসলামের এমন দৈন্যদশা দেখে আল্লাহ্ তা’লা অনুগ্রহপূর্বক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর প্রতি এলহাম করে বলেন: “মসীহ্ ইবনে মরিয়ম যিনি আল্লাহ্‌র রসূল ছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে তুমি আগমন করেছ।” *(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০২)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেহেতু ১৮৯০ সালের শেষের দিকে ‘ফতেহ ইসলাম’ লিখেছেন যা ১৮৯১ সনের প্রথম দিকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি (আ.) ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে মসীহ্‌র আগমনের কথা ছিল আমিই সেই মসীহ্। চাইলে তোমরা গ্রহণ করতে পার। *(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, ১০ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)*

এরপরে তিনি (আ.) বলেন, ‘এই অধমকে মসীহ্ নাম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন ক্রুশীয় মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া হয়। অতএব আমি ক্রুশ ধ্বংশ করতে এবং শূকর বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি’। *(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন,তৃতীয়খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)*

এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেছেন, “হে মুসলমানেরা! শোন এবং মন দিয়ে শোন। ইসলামের পবিত্র প্রভাবকে বাধা দেওয়ার জন্য খিষ্টান জাতি ব্যাপক কুটিল কুৎসা রটনা করেছে এবং প্রবঞ্চনামূলক উপায় অবলম্বন করছে। আর এসব প্রচারের জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সাথে ধনসম্পদ পানির ন্যায় বইয়ে দিচ্ছে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে অতি লজ্জাজনক উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে এ প্রবন্ধকে পবিত্র রাখাই উত্তম। খিষ্টান জাতি ও ত্রিত্ববাদের সমর্থনকারীদের পক্ষ থেকে এগুলো এরূপ জাদুকরী কার্যকলাপ যে, তাদের এ জাদুর বিরুদ্ধে খোদা তা’লা যতক্ষণ না তাঁর সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পরাক্রমশালী হাত দেখাবেন এবং অলৌকিক শক্তি দ্বারা এ জাদুর ধাঁধাঁ নিশ্চিহ্ন করে দিবেন, ততক্ষন ফিরিঙ্গী জাতির এ জাদু থেকে সরলমনা জনগণের মুক্তিলাভ সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়। অতএব খোদা তা’লা এ জাদু নস্যাৎ করার জন্য এ যুগের খাঁটি মুসলমানদেরকে এক মোজেযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর এ দাসকে নিজ এলহাম, বাণী ও বিশেষ আশীস এবং কল্যাণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর তিনি এ দাসকে তাঁর পথের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান দান করে বিরূদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় পাঠিয়েছেন। এছাড়া তিনি এ দাসকে বহু স্বর্গীয় উপহার, অলৌকিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন যাতে এ স্বর্গীয় পাথরের সাহায্যে জাদু দিয়ে তৈরী ফিরিঙ্গীদের সেই মোমের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা যায়। অতএব হে মুসলমানগণ! সেই জাদুর অহংকার দূর করার জন্য এ অধমের আবির্ভাব মূলতঃ খোদা তা’লার পক্ষ থেকে এক মোজেযা (তথা অলৌকিক নিদর্শন)। জাদুর বিরূদ্ধে পৃথিবীতে অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া কি আবশ্যক ছিল না?” *(ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫-৬)*

তৌযিয়ে মারাম

মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মাঝে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এই বিশ্বাস পোষণ করত যে, হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়মকে এ রক্ত-মাংসের দেহসহ আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর কোন এক সময় তিনি আকাশ থেকে নেমে আসবেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) সঙ্কিত হলেন যে, এমন বিশ্বাসের খণ্ডন ও ভুল সাব্যস্ত করা, আগমনকারী মসীলে মসীহ্

হওয়া আর সেই মসীহ্ এই পুস্তকের রচয়িতা নিজেই– এমন দাবিতে অনেক বিরোধিতার ঝড় উঠবে আর যেহেতু তাঁর এই ঘোষণা থেকে প্রত্যাবর্তন করা অসম্ভব ছিল যার কারণে তিনি এটা যুক্তি সঙ্গত মনে করলেন যে, বিরূদ্ধবাদিরা কলম ধারণ করার পূর্বেই তাঁর এ দাবি যথাযথ ও দালিলিকভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "তৌযিয়ে মারাম" পুস্তকটি রচনা করেছেন। যার শেষের দিকে শিরোনাম "উলামায়ে ইসলাম-এর সমীপে অবহিতকরণ" দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, "'মসীলে মসীহ্ সংক্রান্ত যেসকল কথা এই অধম উপস্থাপন করেছে তা ভিন্ন ভিন্নভাবে তিনটি প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ফতেহ ইসলাম, তৌযিয়ে মারাম এবং ইযালায়ে আওহাম। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই তিনটি প্রবন্ধকে মনোযোগ সহকারে অভিনিবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কোনো ধরনের বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করতে ব্যতিব্যস্ত না হয়ে পড়ে।' *(তৌযিয়ে মারাম, রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১০০)*

আর এরই মধ্যে ১৮৯১ সনে যখন তিনি লুধিয়ানাতে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ই তিনি 'ইযালায়ে আওহাম' এর পাণ্ডুলিপির কাজ আরম্ভ করেন যার একাংশ 'কওলে ফাসীহ'-তে ছাপান আর তা মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীকেও প্রেরণ করা হয়।

ইযালায়ে আওহাম

পুস্তকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ওফাতে মসীহ্‌র ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন এবং নুযূল, তাওয়াফ্‌ফা, ও রাফা শব্দসমূহ আর দাজ্জালের আগমন দ্বারা কী বুঝায়- তা সবিস্তারে উপস্থাপন করেছেন। আর অত্যন্ত শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে নিজের মসীহ্ ইবনে মরিয়ম-এর সাদৃশ হবার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। *...(চলবে)*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, এই বছর পাক্ষিক **'আহমদী'** প্রকাশনার শতবর্ষ পূর্ণ হতে যাচ্ছে। সেই উপলক্ষে পাক্ষিক **'আহমদী'** বিশেষ সংখ্যা হিসেবে আগামী ১৫ জুলাই ২০২২ সংখ্যাটি প্রকাশ করতে যাচ্ছে। তাই উক্ত বিশেষ সংখ্যায় লেখা দিতে আগ্রহীদের আগামী ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বরাবর– **সম্পাদক,**
পাক্ষিক আহ্‌মদী,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন

www.theahmadi.org

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–

pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

সীরাতুল মাহদী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

(২৪তম কিস্তি)

(১০১ নম্বরের অবশিষ্টাংশ)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন; কুরআন করীমে রয়েছে, **"কল্লু ইয়াওমিন হুয়া ফী শান।"** *(সূরা আর রহমান: ৩০)*

অর্থাৎ প্রতিদিন তিনি নতুন নতুন মহিমায় প্রকাশিত হন। অতএব চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। হতে পারে আল্লাহ্ তা'লার এলহামের মাঝে সুপ্ত অভিপ্রায় এমন যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে চেষ্টা করা হয়েছে তাতে বিফলতা রয়েছে। আর ভিন্ন কোন পন্থার মাঝে সফলতা নির্ধারিত রয়েছে। এরপর থেকে এই বিষয়ের প্রতি আমি বেশ কিছুদিন নিমগ্ন ছিলাম আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়ে দোয়াও করাচ্ছিলাম। সেই সময় ইসমাঈল সারহিন্দের পাশে পাটোয়ারীর কাজ করত। আর সারহিন্দে হাশমত আলী খান সাহেব তহসিলদার ছিলেন। যিনি ছিলেন ডাক্তার আব্দুল হাকিম খান সাহেবের নিকটাত্মীয়। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে ওয়াদা নিয়ে রেখেছিলেন যে, কখনও যেন হুযূর সারহিন্দে আসেন। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আম্বালা যাওয়ার সময় আমাকে বলেন, হাশমত আলী খান সাহেবকে লিখে জানাও, আমরা আম্বালা যাওয়ার পথে সারহিন্দ হয়ে যাব। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে এ-ও বলেন যে, সারহিন্দে আমরা মুজাদ্দেদ সাহেবের রওযাতেও যাব। আর এই সুযোগে ইসমাঈলের সাথেও তোমার প্রসঙ্গে কথা বলা হয়ে যাবে। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেখানে যান আর হাশমত আলী খান সাহেবের ওখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। রাতের নামায ও খাবার শেষ হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চারপায়ির ওপর শুয়ে যান আর হাশমত আলী খান সাহেবকে বলেন, তহসিলদার সাহেব! এখন আপনি বিশ্রাম করুন। আমার মিয়া ইসমাঈলের সাথে একান্তে কিছু কথা আছে। এতেকরে সে এবং তার সাথি উঠে যায় আর আমিও সরে যাই। তখন ইসমাঈল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পা টিপছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসমাঈলকে আমার ব্যাপারে বললে সে পুনরায় অসম্মতি প্রকাশ করে। আর অনেক রকম বাহানা উত্থাপন করে। যেমন, দু'জন স্ত্রী থাকলে ঝগড়াঝাঁটি হয় আর এটিও যে আব্দুল্লাহ্‌র বেতন অনেক কম (তখন আমার মাসিক বেতন সাড়ে চার রুপি ছিল) কীভাবে সংসার চলবে। আর মিয়া আব্দুল্লার শশুর আমার কাছের মানুষ তিনিও কষ্ট পাবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তখন বলেন, এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কিন্তু তারপরও সে সম্মতি দেয় নি আর বাহানা দেখায় যে, আমার স্ত্রী এটা মেনে নেবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী তার সামনে উপস্থাপন করি আর নিজ থেকেও কিছু কথা বলি কিন্তু তারপরও সে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এমন মনে হচ্ছিল যেন তার স্ত্রীই তার আল্লাহ্, তার রসূল ও তার পীর। কেননা সে বলছিল যে, আমার স্ত্রী যা-ই বলবে আমি তা-ই করব। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ইসমাঈলের সাথে কথা শুরু করার পূর্বেই আমি কাশফে দেখি যে, সে আমার বাম হাত মলে দিয়েছে আর আমি কাশফের মাঝেই তার শাহাদাত আঙ্গুল কাটা অবস্থায় দেখি। তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এই বিষয়ে সে আমাকে নিতান্তই অস্বচ্ছ উত্তর দিবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কথাগুলো শুনে আমার তার প্রতি এতটা ঘৃণা জন্মে যে, মনে হচ্ছিল সে যেন আমার সামনে থেকে উঠে যায় আর জীবনেও যেন আমার সামনে না আসে। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলেন, এরপর ইসমাঈল অন্য জায়গায় তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয় যাতে আমি অনেক ব্যথিত হই। আমার এই অবস্থার কথা আমার পিতা পত্রের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অবগত করলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও আমাকে পত্র মারফৎ লিখেন, তুমি কিছু সময়ের জন্য চিন্তভাবনার পরিবর্তনের নিমিত্তে এখানে আমার কাছে এসে যাও। কিন্তু সেই বিয়ের পর ইসমাঈলের ওপর বড় বিপদ আপতিত হয়। তার দুই যুবক

সন্তান আর স্ত্রী মারা যায়। তারপর আমার দ্বিতীয় বিয়ে মাস্টার কাদের বখশ সাহেবের সহোদরার সাথে হলে ইসমাঈলের অনেক অনুশোচনা হয়। আর সে আমায় বলে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট থেকে আমার ক্ষমা লাভের ব্যবস্থা করে দাও। আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিকট পত্র লিখলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার বয়আত গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরেও ইসমাঈল আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য পায় নি। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলতেন, আমার ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিদর্শনের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, মিয়া আব্দুল্লাহ্ একটি বিষয়ে বিফল হবে, তা যথাযথ পূর্ণ হয়েছে। আর তা এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছে। খাকসার নিবেদন করছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচনা হাকীকাতুল ওহীর ৫৫ নম্বর নিদর্শনের মাঝে মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেবের এই ব্যর্থতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, যখন আমার মামা ইসমাঈলের মেয়ের বিয়ে অন্য জায়গায় হয়ে যায় তখন আমি নতুন আরেকটি জায়গায় প্রস্তাব দেই আর সমস্ত কথাবার্তা ঠিকঠাক করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পত্র লিখি যে, আমি একটি জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছি। কথাবার্তাও ঠিকঠাক হয়ে গেছে আর দিনক্ষণও নির্ধারণ হয়ে গেছে। এখন তবারক স্বরূপ হুযূরের সমীপে পরামর্শ প্রত্যাশা করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উত্তরে লিখেন, এই বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে অনেক সাবধানতা অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। আর এই বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন, যেন মেয়েকে প্রথমে একবার দেখে নেই। পত্রের শেষে পুনরায় লিখেন, আমার এই কথাটি ভালভাবে স্মরণ রাখবে। অতএব আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই নির্দেশনার ভিত্তিতে সেই মেয়েকে দেখার জন্য তার গ্রামে যাই। কিন্তু সেই মেয়েকে দেখা মাত্রই আমার এত বেশি অপছন্দ হয় যে, মনে হচ্ছিলো এই বুঝি বমি চলে আসবে। অথচ মেয়ের চেহারা খারাপ ছিল না। তারপর লুধিয়ানার এক শিক্ষিকার সাথে প্রস্তাব চললে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তা-ও অপছন্দ করেন। এরপর আমি মাস্টার কাদের বখশ সাহেবের সহোদরার কথা নিবেদন করলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটা অনেক ভাল হবে, এখানেই বিয়ে কর। তারপর আমার নিবেদনের ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই মাস্টার কাদের বখশ সাহেবকে আমার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন। তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করেন। অথচ তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, আমার বেতন সাড়ে চার রুপি আর স্ত্রী সন্তানও আছে। তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পর নিবেদন করেন; হুযূর! আমার পিতা আপনার ঘোর বিরোধীদের একজন কিন্তু তিনি আমার সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কিছু করতে পারবেন না। হয়ত আমি তাকে এই বিষয়ে সম্মত করাব নতুবা তার মৃত্যুর পর আমি এই বিয়ে দিয়ে দিব। তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুব খুশি হলেন আর আমাকে বাগানের দিকে নিয়ে গেলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আমাকে মাস্টার সাহেবের দেয়া উত্তর শুনালেন আর তার বাবার মৃত্যুর কথাসম্বলিত শব্দাবলী বলতে গিয়ে হেসে ওঠেন। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বলতেন, এরপর থেকে মাস্টার কাদের বখশ সাহেবকে তার পিতার পক্ষ থেকে অনেক যাতনার মুখোমুখি হতে হয় তবুও তিনি তার সহোদরার বিয়ে অন্য কোনো জায়গায় হতে দেন নি। আর পরিশেষে তিনি নিভৃতে আমার সাথে তার বোনের বিয়ে দেন। বিয়ের সময় আমি তাকে বলি, আপনার যে সমস্ত শর্ত রয়েছে তা আমার দ্বারা লিখিয়ে নিন। তিনি বলেন, শর্ত আবার কী! আমার সবকিছুই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। আমি দেনমোহরের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলেন, সোয়া ত্রিশ রুপি দেনমোহর হবে। আমি বললাম না! বরং একশত রুপি হওয়া উচিত। তখনও তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলে আমি তাকে বলি, আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আমার দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে আর দেনমোহর একশত রুপি লেখা হয়েছে। তারপর তিনি তা মেনে নেন। এরপর রুখসাতানাও একান্তে হয়েছে। পরিশেষে মাস্টার কাদের বখশ সাহেবের পিতাও এতে সম্মতি প্রদান করেন। মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন সারহিন্দ যাচ্ছিলেন তখন সেই সফরেই খানিকটা সময়ের জন্য সান্নোরেও গিয়েছিলেন। *...(চলবে)*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন:
ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

জামা'তে আহ্‌মদীয়া মেঁ কেয়ামে খিলাফত কে বারে মেঁ এলহামাত, কুশূফ ও রু'ইয়া আওর ইলাহী ইশারে

(আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে এলহাম, কাশফ, সত্যস্বপ্ন এবং ঐশী চিহ্নাবলী প্রকাশ)

ভাবানুবাদ: **মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী**

দ্বিতীয় কিস্তি

এই কথাগুলো সৈয়্যদেনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর ২৭ শে মে ১৯০৮ সালের সেই সময় পূর্ণতা পায় যখন হযরত আলহাজ্জ হেকীম মাওলানা নুরুদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৪ মার্চ ১৯১৪ সালে হযরত আলহাজ্জ মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর পর হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রা.) এবং হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হয়েছেন। আর এখন এই কুদরতের পঞ্চম বিকাশ হিসেবে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এই পবিত্র আসনে সমাসীন আছেন। এই দ্বিতীয় কুদরত স্থায়ী এবং কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং জামা'তে আহমদীয়াকে শুধুমাত্র শক্তিশালীই করবে না বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে জামা'তের বন্ধুদের সম্পর্ক আর ভালবাসা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা এবং মহান আল্লাহ্‌র শেষ কিতাবের প্রতি ভালবাসা এবং এতে যে শিক্ষা রয়েছে তা অন্তরে প্রবেশ করে কিয়ামত পর্যন্ত প্রকৃত সত্তার নৈকট্য লাভের কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

প্রত্যেক সেই যুগ বা সময় যখন একজন আধ্যাত্মিক বান্দা তথা নবী বা খলীফাকে আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করান এবং ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তার স্থলে অন্য আরেকজন আধ্যাত্মিক বান্দাকে দাঁড় করিয়ে তিনি তার মু'মিন বান্দাদের সাহস, সহানুভূতি ও নির্দেশনা দেন তখন জামা'তের সদস্যদের ঈমান দৃঢ় হয়। সেই মুহূর্তে আধ্যাত্মিকতা পৃথিবীতে এত অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করে যে, আল্লাহ্ তা'লা সত্যস্বপ্ন ও ইঙ্গিত দ্বারা ভবিষ্যতে নির্বাচিত খলীফার নাম ও তার অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন সঞ্চারিত করেন। এবং বাক্যালাপ করে তার সমর্থন ও সহযোগিতায় নিজের প্রিয়ভাজনদের সাথে কথা বলেন আর এভাবে একদিকে যেখানে একজন আধ্যাত্মিক বান্দাকে বাক্যালাপকারী (كليم) করেন। সেখানে তিনি এর সমর্থনে নিজের প্রিয়জনদের সাথে কথা বলে তাদেরকে বাক্যালাপকারী বানিয়ে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"খোদা এখনও যাকে চান তার সাথে বাক্যালাপ করেন। যাকে তিনি ভালবাসেন এখনও তিনি তার সাথে কথা বলেন।"

এর সমর্থন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি এলহাম

(ينصرک رجال نوحی الیهم من السماء)

থেকেও হয় যে, তিনি এমন সংকটময় সময়ে সুসমাচারমূলক স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং ঐশী ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ প্রিয়জনকে পথনির্দেশনা প্রদান করেন।

জামা'ত এই চিত্র প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর প্রত্যেক খিলাফতের যুগে প্রত্যক্ষ করেছে এবং সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীরা আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পেয়েছে, যে শুধু আশেপাশেরই নয় বরং সকল গ্রামে, সকল শহরে, সকল দেশে এবং সকল মহাদেশে, প্রতিটি শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ছোট, বড়, নারী-পুরুষের মাঝে খোদা তা'লার নূর অবতীর্ণ হয়েছে এবং খোদা তা'লার আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষের হৃদয়েও ঘর করে নিয়েছে। মরুভূমিতে বসবাসকারী ও সমুদ্রে বসবাসকারীদেরও এ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি। অনুরূপভাবে পবিত্র ভূমি আরবের মরুভূমিতে বসবাসকারী আহমদীদের হৃদয়ও এই খোদার কর্তৃত্বে রয়েছে এবং প্রত্যেক খলীফা নির্বাচনের পূর্বে শতশত আত্মাকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়েছেন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজের সমর্থনে প্রদর্শিত স্বপ্নের সংখ্যা তিনশ'র অধিক বর্ণনা করেন। *(খুতবা জুমুআ হযরত মুসলেহ মাওউদ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৫)*

শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুর রহমান মোবাশ্বের সাহেব 'বাশারাতে রাহমানিয়া' নামে একটি বই লিখেন। যেখানে তিনি (ينصرک رجال نوحی الیهم من السماء) এর অধীনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও প্রথম দুই খলীফা সম্পর্কে দেখা দিব্যদর্শন, কাশফ এবং স্বপ্নগুলো একত্র করেন যার পরিমাণ শতশত। পরবর্তীতে হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর সম্পর্কে দিব্যদর্শন ও কাশফ সম্বলিত 'বাশারাতে রাব্বানিয়া'-তে জামা'তের বন্ধুদের স্বপ্নের সংখ্যা প্রায় ৩০০ এর কাছাকাছি বর্ণনা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.) সম্পর্কে যেসকল স্বপ্ন একত্রিত হয়েছে সেগুলোও ক্রমানুসারে ২০০ এবং ২৫০-এর কাছাকাছি হবে। এই স্বপ্নগুলোতে স্পষ্টভাবে অথবা ব্যাখ্যামূলকভাবে পরবর্তী খলীফা বা পরবর্তী খিলাফতের ধারাবাহিকতার উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, অন্যথায় যেখানে খলীফাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থানের ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলো এখানে দেওয়া হচ্ছে না।

এই সমস্ত দিব্যদর্শন বা স্বপ্নের মনোমুগ্ধকর বিষয় হল কয়েকশ' মাইল দূরের বিভিন্ন শহরের ভিন্ন ভিন্ন অধিবাসী এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাথে সম্পর্কিত কোন ধরনের পার্থক্য ছাড়া জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একইরকম স্বপ্ন, এলহাম এবং দিব্যদর্শন দেখে মানুষ ভীষণ আশ্চর্যান্বিত হয় যে, আল্লাহ্ এশিয়াতেও এক সৌভাগ্যবান রূহকে পথনির্দেশ প্রদান করেন আর হাজার হাজার কি. মি. দূরে আফ্রিকায় বসবাসকারী ব্যক্তিদেরও অনুরূপভাবে পথনির্দেশ প্রদান করেন। অথচ আফ্রিকায় বসবাসকারী ব্যক্তি তাঁকে চেনেই না আর নামও জানত না যার সম্পর্কে হেদায়াত দেয়া হয়।

হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন শামস মরহুম সাবেক নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ এ বিষয়টি 'বাশারাতে রাব্বানীয়া'-তে এভাবে বর্ণনা করেছেন- "মহানবী (সা.)-এর হাদীস, আল মু'মিনু ইয়ারা ওয়া ইউরা লাহু– অনুযায়ী প্রত্যেক মু'মিন কিছু না কিছু সত্য দিব্যদর্শনের উত্তরাধিকারী হয় এবং কখনও এই বিষয়ে অন্যদেরকেও দিব্যদর্শন দেখানো হয় এবং আয়াত (لهم البشری فی الحیوت الدنیا) এর মাঝেও এই দিকে ইশারা রয়েছে যে, মু'মিনদেরকে এই দুনিয়াতে দিব্যদর্শনের মাধ্যমে সুসংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু খিলাফতের গুরুত্ব ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছাশক্তির প্রকাশের জন্য এবং নির্বাচন সম্পর্কে হেদায়াত ও মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য এমন সময় প্রচুর পরিমাণে সত্যস্বপ্ন, দিব্যদর্শন ও এলহাম হয়ে থাকে। এই দিব্যদর্শনকে আমরা নফসের প্রতারণা, এলোমেলো স্বপ্ন বা শয়তানী প্ররোচনা বলতে পারি না কেননা এটি এক দুইজনের বিষয় নয় বরং শত শত লোক যারা নিষ্ঠা ও তাকওয়ার মানদণ্ডে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে একই বিষয়ে স্বপ্ন দেখেছেন এবং একই বিষয়ে এলহাম ও এলকা পেয়েছেন তো এই দিব্যদর্শন, কাশফ ও এলহামসমূহ প্রত্যেকটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এবং সত্য হবে।"

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে, নিজের বাস্তববাদী দূরদর্শী (হাকিকাতুর্ রু'ইয়া) লেকচারে স্বপ্ন এবং এলহামের সত্যতা জানার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, সত্যস্বপ্নের পাঁচটি চিহ্ন রয়েছে যে, কতক সময় একজন মু'মিনের একটি দিব্যদর্শন হয় আর একই বিষয়ে অন্যরাও দেখে। আর এটি শয়তানের করায়ত্বে নেই যে, একই বিষয়ে কয়েকজনকে দিব্যদর্শন করাবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এই আলামত সম্পর্কে লিখেন। অতএব 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম'-এ তাঁর (আ.) যে পত্র নবাব সাহেব নামে রয়েছে তাতে তিনি (আ.) লিখেছেন যে, কিছু লোক একত্রে ইস্তেখারা করবে এবং যা কিছু বলা হবে সেগুলো পরস্পরের সাথে মিলিয়ে নিবে, যে কথা একে অপরের সাথে মিলে যাবে সেটাই সত্য হবে। অতঃপর রসূলে করীম (সা.) বলেন, কখনও কখনও এটা হয় যে, মু'মিনকে একটি দিব্যদর্শন দেখানো হয় অথবা অন্যদেরকে তাঁর জন্য দেখানো হয় কিন্তু শয়তানের এমনটা করার ক্ষমতা নাই। এই মানদণ্ড আমাদের এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদীর মাঝে খুব স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়। যখন আমরা কোন লোকের স্বপ্নকে একই অর্থে নিজের সম্পর্কে উপস্থাপন করি, তখন তারা বলে যে এগুলো হচ্ছে নফসের প্রতারণা। কিন্তু দেখুন রসূলে করীম (সা.) বলেছেন (تری لہٗ) অন্যদেরকেও দেখানো হয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, দুই ব্যক্তির স্বপ্নকে পরস্পর মিলিয়ে দেখ যদি সেটি মিলে যায় তাহলে সেটি সত্য স্বপ্ন হবে।" *(হাকীকাতুর রুইয়া, আনোয়ারুল উলূম, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৮)*

আহমদীয়া জামা'তের সত্যতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাদের সাহায্য ও সমর্থন:

"ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহি ইলাইহিম মিনাস সামায়ে" অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্যস্বপ্ন, কাশফ এবং স্বপ্ন তার সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের প্রদর্শন করা আহমদীয়া জামা'তের এক বড় সম্পদ এবং ইতিহাসের একটি অংশ যা সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, আমার মতে সঠিক সিদ্ধান্ত হল, এসব সত্য স্বপ্ন এবং এলহামের বিষয়ে ভরসাযোগ্য মনে হলে সেগুলোকে এক পূর্ণ পুস্তকরূপে প্রকাশ করা উচিত কেননা এগুলোও ঐশী নিদর্শন এবং খোদা তা'লার নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। *(নিশানে আসমানি, রূহানী খাযায়েন, চতুর্থ খণ্ড, পৃ: ৩৯৯-৪০০) ...(চলবে)*

মজলিসে শূরার ১০০ বছর এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন

২২ মে ২০২২, রবিবার বায়তুল ফুতুহ মসজিদের তাহের হলে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের মজলিসে শূরায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব ইমাম, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

যেমনটি আপনারা অবগত আছেন, বিগত দুই বছর কোভিড-১৯ মহামারি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন কাটছাঁট ও সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য করেছে আর আমাদের জামা'তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানও এর কারণে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। বিগত দুই বছর যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য জামা'ত নিজেদের জাতীয় মজলিসে শূরা ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) পরিচালনা করেছে এবং তাতে আলোচনার বিষয়ও স্বাভাবিকের তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল। অতএব আজ এটি একটি আনন্দের বিষয় যে, প্রায় তিন বছর পর আল্লাহ্ তা'লা যুক্তরাজ্য জামা'তের মজলিসে শূরা সশরীরে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের এবং পূর্ণরূপে কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমার ধারণা কানাডা, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কিছু দেশের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

আলহামদুলিল্লাহ্, এ বছরটি শূরার ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী আর তাই আমি আশা করি সকল সদস্য এই মাইলফলক নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেছেন এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই ক্রমাগতভাবে এই ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছে এবং এর পরিধি (এখন) বহুগুণে বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমাদের জামা'তের ইতিহাসের প্রতি হালকা দৃষ্টিপাতও একথার সাক্ষ্য

প্রদানের জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সর্বদা আমাদের সাথে ছিল। তিনি আমাদের জামা'তকে সব দিক থেকে সমৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের সক্ষমতা প্রদান করেছেন এবং একথাটি মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনার বিষয়েও নিশ্চিতভাবে প্রযোজ্য। সেই কল্যাণমণ্ডিত বীজ যা আজ থেকে ১০০ বছর পূর্বে বপিত হয়েছিল তার শেকড় কেবলমাত্র দৃঢ়তাই লাভ করে নি, বরং তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে এখন এর ফলসমূহ পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে।

সত্যিকার অর্থে প্রত্যেক এমন দেশ যেখানে জামা'ত নিজেদের পূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর তা ক্রমাগতভাবে উন্নতি করে চলেছে। যদিও যুক্তরাজ্য জামা'ত এক শতাব্দীকালেরও বেশি সময় পূর্বে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এখানে নিয়মিত মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা আরম্ভ হয় জামা'ত প্রতিষ্ঠার কয়েক দশক পরে। প্রকৃতপক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের পরই এই ব্যবস্থাপনা আরও সুচারুরূপে ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে শুরু করে। বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কেবলমাত্র প্রশাসনিক ও কার্যপ্রণালীগত দিক থেকে বিবেচনা করলেও আমার মতে, যুক্তরাজ্য জামা'তের মজলিসে শূরা যথেষ্ট পরিণত। আমার আশা থাকবে ইউরোপীয় জামা'তসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং আফ্রিকার বড় বড় জামা'তসহ অন্য যেসকল দেশে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন তাদের অবস্থাও একই হয়ে থাকবে।

মজলিসে শূরার নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং যেসব প্রস্তাব অনুমোদিত হয় সেগুলো শূরার প্রতিনিধিদের মাঝে আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাব-কমিটি গঠন করে প্রস্তাবগুলোর ওপর চুলচেরা বিশ্লেষণের পর পুরো শূরার সামনে তা পুনরায় উপস্থাপন করা হয়, যেখানে আরেকবার এগুলোর ওপর শূরার সদস্যরা আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন যতক্ষণ না মতৈক্যে পৌঁছা সম্ভব হয়। পদ্ধতিগত বিষয়গুলো বর্তমানে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু পদাধিকারী ও (শূরার) প্রতিনিধির মাঝে তাদের ওপর যে আমানত ও গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে উপলব্ধির যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, মজলিসে শূরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা জাগতিক কোন সংসদ বা পরিষদের মতো নয়। যদি আমরা জাগতিক সংসদের কার্যধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাই, সেখানে অনেক সময় এমন বৃথা তর্কবিতর্ক চলতে থাকে যা সংসদ সদস্যদের মাঝে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণ্য সংঘাত ছাড়া আর কোন ফলাফল বয়ে আনে না। পরিণামে তাদের কার্যক্রম তাদের লোকদের মাঝে বিভেদের বীজ বপন করে আর প্রায়শই জাতিসমূহের মাঝে উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে, যেমনটি আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। এমন রাজনীতির জগতে সাধারণত দুটি পক্ষ থেকে থাকে যাদের পরস্পর বিরোধী পরিকল্পনা থাকে। তাদের সদস্যরা পূর্বলালিত ধ্যানধারণা বা নীতির ভিত্তিতে কাজ করে যা তারা বিরোধী পক্ষের দোষগুণ বিচার না করেই পাশ করাতে চায়। তারা চায় তাদের দলের নীতিই গৃহীত হোক আর তারা অন্য পক্ষের ওপর নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও অভিলাষ চাপিয়ে দিতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতালোভী হয়ে থাকে এবং জনগণের সমর্থন আদায় আর নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা অবস্থানকে দৃঢ় করতে লালায়িত থাকে। নিশ্চিতভাবে জাগতিক সংসদ ও পরিষদের একটি বৈশিষ্ট্য হল তাদের সদস্যরা প্রায়শই নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সত্য ও ন্যায়ের বিপরীতে ব্যক্তিস্বার্থ ও নিজ দলের প্রতি বিশ্বস্ততাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ্, যেমনটি আমি বলেছি, মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনা কোন রাজনৈতিক বা জাগতিক সংসদ-সমাবেশের মতো নয়, বরং এটি একটি পরামর্শসভা যা যেকোন সংসদ বা কংগ্রেস থেকে অধিক মর্যাদা ও উচ্চতা রাখে। তবে এই মর্যাদা ও মূল্য ততদিন পর্যন্তই বিদ্যমান থাকবে যতদিন মজলিসে শূরার সদস্যরা সততার মূর্ত প্রতীক হবেন এবং উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করবেন আর সকল প্রকার কূটচাল ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, মজলিসে শূরার মূল উদ্দেশ্যই হল এমন সব প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা যেগুলো যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণতা দানে সহায়ক হবে, যাঁকে মহানবী (সা.)-এর মহামহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত শিক্ষার পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব আপনাদের দায়িত্ব যুগ-খলীফার নিকট আপনাদের নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ উপস্থাপন করা যিনি সমগ্র জামা'তের আধ্যাত্মিক পিতাতুল্য। তিনি কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপনাদের পরামর্শসমূহ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করবেন আর তা হল, যে পরিকল্পনা বা নীতি-ই প্রণীত হোক না কেন, তা যেন ইসলামের বাণী প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হয় এবং মানবজাতিকে তাদের সৃষ্টিকর্তার প্রতি আকর্ষণ এবং একে অন্যের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে।

অতএব আমার আশা ও প্রত্যাশা হল আপনারা পুরোটা সময় পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে ও যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে থাকবেন। এক্ষেত্রে কোন অজুহাত দেখানোর সুযোগ নেই, কেননা যুগ-খলীফা মজলিসে শূরার প্রতিনিধিবর্গ ও

জামা'তের পদাধিকারীদের অগণিতবার তাদের দায়িত্বাবলী স্মরণ করিয়েছেন। আপনাদের প্রত্যেকের এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে যে, আপনারা কোন জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে এখানে সমবেত হন নি। শূরায় আপনাদের যোগদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আপনাদের ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের প্রচার ও প্রসার।

আপনাদের অনুধাবন করতে হবে যে, মজলিসে শূরা হল ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান যার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। অতএব আপনাদের নিজ দায়িত্ব পরম নিষ্ঠা ও পূর্ণ সততার সাথে পালন করা উচিত। যদি আপনারা এমন মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করেন, তবে আপনি কখনও ভাববেন না যে, কেবল আপনিই সঠিক বা আপনার মতামতই অন্যদের মতের চাইতে বেশি গুরুত্ব বহন করে। জাগতিক কোন রাজনৈতিক দলের মতো আপনি কোন গ্রুপিং করবেন না; বরং জামা'ত ও মজলিসে শূরার সদস্য হিসেবে আপনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, আমরা কেবলমাত্র একটি দলেরই কাজ করতে চাই এবং সেই দলেরই অংশ হতে চাই আর সেই দলটি হল আল্লাহ্ তা'লার দল।

আমি পূর্বেও বলেছি, প্রত্যেক দেশ যেখানে জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে মজলিসে শূরার কাঠামোও গড়ে উঠেছে। তবে এটি বললে ভুল হবে যে, সমস্ত কার্যক্রম নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় বা তা সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শূরার কতক প্রতিনিধি কেবলমাত্র তর্কের খাতিরে তর্ক করেন, অথবা এমন তুচ্ছ বিষয় উত্থাপন করেন যা আলোচ্য বিষয়ের সমাধান বা অগ্রগতিতে কোন ভূমিকাই রাখে না। একইভাবে কোন কোন সময় দেখা যায় কতক প্রতিনিধি মনে করেন তাদের মতের বিরোধিতাকারী ব্যক্তিবর্গ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে না। আমি এইমাত্র যা বললাম সে অনুসারে আমি আশা করব, আপনাদের কেউ কেবলমাত্র অন্যের ওপর নিজ বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে অথবা অহংবোধের কারণে অহেতুক তর্কে লিপ্ত হন নি। বরং আমার আশাপ্রত্যাশা হল, যে মতামত ও পরামর্শই প্রদান করেছেন, তা খোদাভীতিকে সামনে রেখে আন্তরিকতার সাথে মজলিসে শূরার মূল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিগোচর রেখে দিয়ে থাকবেন যা হল পৃথিবীর সকল জাতি ও মানুষের নিকট সফলভাবে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া।

আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছিল, এই বছরটি আমাদের জামা'তে মজলিসে শূরার ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা-শতবার্ষিকী আর এমন যুগসন্ধিক্ষণে অতীতের দিকে ফিরে দেখা প্রয়োজন যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ওপর যে কল্যাণরাজি বর্ষণ করেছেন তা আরো ভালভাবে মূল্যায়ন করতে পারি। আমরা যদি ১৯২২ সালে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম শূরার দিকে ফিরে তাকাই, তবে দেখতে পাই তখন সমগ্র জামা'তের জন্য যে বাজেট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) উপস্থাপন করেছিলেন তা সর্বসাকুল্যে ৫৫,০০০ রুপি ছিল। মুদ্রাস্ফীতির কথা বিবেচনা করলেও বর্তমান বাজারে তা ১৫০,০০০-২০০,০০০ (দেড়-দুই লক্ষ) পাউন্ডের বেশি হবে না, অথচ বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে শুধুমাত্র যুক্তরাজ্য জামা'তের বাৎসরিক বাজেটই কয়েক মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছে গেছে। একই কথা জার্মানি, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য জামা'তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রশ্নাতীতভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জামা'তের প্রতি অনুগ্রহের যে বারিধারা বর্ষণ করেছেন তা অপরিমেয়। একটি সময় ছিল যখন ওয়াকেফে যিন্দেগীদের (জীবন উৎসর্গকারীদের) ন্যূনতম ভাতাটুকু প্রদান করার সক্ষমতাও জামা'তের ছিল না। এরূপ কষ্টের সময় ওয়াকেফীনরা ধৈর্য ও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ভাতা না পেলেও তারা কখনও অভিযোগ করেন নি, বরং গভীর উদ্দীপনা ও নিষ্ঠার সাথে জামা'তের সেবা করার পাশাপাশি তারা এবং তাদের পরিবার ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেছেন এবং পরম কৃচ্ছ্রতা সাধন করে দিনাতিপাত করেছেন। তাদের এই ত্যাগের কথা আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই। নিশ্চিতভাবে তারা বর্তমানে কর্মরত ওয়াকেফীন, জামা'তের সকল পদাধিকারী ও শূরার প্রতিনিধিদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক আহমদীর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা জামা'তের আর্থিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় এখন অনেক উন্নত, যদিও জামা'তের সকল সদস্যের চাঁদায় অংশগ্রহণ আশানুরূপ নয়।

এখন আর সেদিন নেই যখন মসজিদ নির্মাণের জন্য আমাদের তহবিল থাকবে না বা আমাদের বইপত্র ছাপানোর জন্য হাতে অর্থ থাকবে না। এখন এমনটিও হয় না যে, তবলীগি কার্যক্রমের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিতে মজলিসে শূরার সদস্যদের বেগ পেতে হয় অথবা আমাদের জামা'তের সার্বক্ষণিক কর্মীদের ভাতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থ আমাদের থাকবে না। এসব বিষয়ে এখন আর চিন্তা করতে হয় না। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, অর্থাৎ জামা'তের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কাঠামোর ব্যয়ভার বহন করাও কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছি যেখানে, ইসলামের সেবায় কোন কোন দেশের একেকটি বিভাগকে তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বড় অংকের অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে।

অতএব, এখন আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে, আমাদের মাঝে কি এখনও সেই উচ্চমার্গের আত্মত্যাগ, সহ্যক্ষমতা এবং ধৈর্যের স্পৃহা বিদ্যমান রয়েছে যা আমাদের পূর্বসূরীগণ প্রদর্শন করেছিলেন? আমরা কি সেই একইরকম আবেগ ও আত্মনিবেদনের প্রেরণা নিয়ে ইসলামের সেবা করতে প্রস্তুত আছি? আমরা কি ইসলামের জন্য সকল প্রকার আত্মত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত? আমরা বয়আতের যে অঙ্গীকার করেছি, যে ওয়াদা করেছি সেগুলো কি কেবলই বুলিসর্বস্ব এবং অর্থহীন দাবি? জামা'তের সকল কর্মকর্তা এবং শূরার সদস্যকে গভীরভাবে এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

যেমনটি আমি বলেছি, আমরা সবাই এ বিষয়ের সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ জামা'তের ওপর প্রতিনিয়ত বর্ষিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ্, এখন আমরা একযোগে বিশ্বজুড়ে বহুমুখী তবলীগি কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছি আর মসজিদ এবং কেন্দ্র নির্মাণ করছি, যার সবগুলো অন্যদের কাছে ইসলামের বাণী প্রচার এবং আমাদের সদস্যদের নৈতিক এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিবেদিত। জামা'তের অনেক সদস্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে আর্থিক কুরবানীতে বেশ অগ্রসর হচ্ছেন। চাঁদা আম এবং জামা'তের অন্যান্য নিয়মিত আর্থিক খাতসমূহের মাধ্যমে অর্থায়নকৃত প্রকল্পের বাইরেও কিছু আহমদী বিভিন্ন গরীব দেশে ব্যক্তিগতভাবে মসজিদ নির্মাণের পুরো ব্যয়ভার বহন করছেন। যুক্তরাজ্যে কয়েক বছর পূর্বে মসজিদে আগুন লাগার পর যুক্তরাজ্য জামা'ত বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছে। এটি ছিল বিশাল একটি প্রকল্প এবং আর্থিকভাবে যুক্তরাজ্য জামা'তের জন্য এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। যদিও অন্যান্য দেশের আহমদীগণও এ উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ প্রদান করেছেন, কিন্তু এই প্রকল্পের সিংহভাগ অর্থ যুক্তরাজ্য জামা'তের সদস্যগণের অনুদান হতে সংগৃহীত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার অসাধারণ কল্যাণরাজি এবং জামা'তের সদস্যদের আত্মত্যাগের স্পৃহা প্রত্যক্ষ করার পর আপনাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য হল, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সিজদাবনত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আরও অগ্রগামী হওয়া। এটিকে সেক্রেটারি মাল, সেক্রেটারি ওয়াকফে জাদীদ, সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ এবং জামা'তের বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের উত্তম কাজের ফল হিসেবে বিবেচনা না করে, আপনাদেরকে অনুধাবন করতে হবে, এসব প্রকল্প কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার খাতিরে জামা'তের সদস্যদের হৃদয়ে প্রোথিত আত্মত্যাগের প্রবল স্পৃহার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

এর পাশাপাশি, প্রত্যেক পদাধিকারী এবং প্রত্যেক আহমদীকে মনে রাখতে হবে, কেবল আর্থিক কুরবানী করেই আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নতি করার মৌলিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাই না আর মজলিসে শূরার সদস্যদের মনেও এমন ভ্রান্তি থাকা উচিত নয় যে, আজ এই হলঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। এ কথা মনে করবেন না, কেবল বাজেট নিয়ে বিতর্ক করে এবং তবলীগ, তরবীয়ত ও অন্যান্য দপ্তরে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে বা শূরার বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে আপনাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। বরং এখন থেকে নিজেদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক চরিত্র ক্রমাগত উন্নত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করুন। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লার কাছে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করুন, যেন তিনি আপনার দুর্বলতা ও ভুল-ত্রুটিকে ঢেকে দেন। আর এই দোয়াও করুন, শূরায় যে পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হোক না কেন এবং যুগ খলীফা যে পরিকল্পনাকেই অনুমোদন দান করুন না কেন, সেগুলো যেন সর্বোত্তম উপায়ে বাস্তবায়িত হয়।

উপরন্তু প্রত্যেক পদাধিকারী এবং শূরার সদস্যের দায়িত্ব হল, জামা'তের অপরাপর সদস্যদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যে, কেবল আর্থিক কুরবানী করলেই তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ হবে না বরং তাদের এই আর্থিক কুরবানী কখনওই গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রতিনিয়ত নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার মান উন্নত করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কেবল তখনই জামা'তের সদস্যরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ঐশী কল্যাণরাজিতে ধন্য হয়।

সকল আহমদী মুসলমানই যদি এই প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে এটি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকবে। আমরা যদি ইবাদতের মানকে ক্রমাগত উন্নত করার জন্য চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হব যারা আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন কল্যাণ ও পুরস্কারকে আকর্ষণ করে থাকেন। অতএব, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা শূরায় গৃহীত সকল পরিকল্পনা ও

সুপারিশকে কল্যাণমণ্ডিত করেন। আপনারা কেবল প্রশাসনিক দায়িত্বই সঠিকভাবে সম্পন্ন করবেন এমন যেন না হয়। এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আপনাদের এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দোয়া করা যারা ইবাদতের মান ক্রমাগতভাবে উন্নত করতে থাকে এবং যারা তাদের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মান এতটাই উন্নত করেন যে, তারা অন্য সবার জন্য প্রকৃত অর্থেই অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে যান। আপনারা যদি এভাবে আপনাদের জীবন যাপন করতে পারেন তবে আপনারা দেখবেন, অন্যের কাছে ইসলাম প্রচার এবং জামা'তের সদস্যদের তরবীয়ত– এ উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ স্বভাবত আপনাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। জামা'তের সদস্যগণ নিজেদের সংশোধন করে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করতে পারলে এটি সুনিশ্চিত যে, তবলীগের দ্বারসমূহ পুরোপুরি খুলে যাবে এবং ইসলাম প্রচারের নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হবে।

তবলীগ এবং তরবীয়ত প্রসঙ্গে এ সুযোগে আমি মজলিসে শূরার সকল সদস্যকে পবিত্র কুরআন এবং জামা'তের বইপত্র প্রকাশনা ও বিতরণের গুরুত্ব স্মরণ করাতে চাই। অতীতে এমনও সময় ছিল যখন পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বইপুস্তক বহু সংখ্যায় মুদ্রণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ছিল না। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় প্রতি বছর জামা'ত হাজার হাজার বইপুস্তক, সাময়িকী এবং লিফলেট প্রকাশ করছে। উদাহরণস্বরূপ, এ বছর পবিত্র কুরআনের মূল আরবী সুন্দর একটি ফরমেটে মুদ্রিত হয়েছে, অনুরূপভাবে মৌলবী শের আলী সাহেব (রা.)'র ইংরেজি অনুবাদটিও প্রকাশিত হয়েছে। একই সাথে মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের 'স্প্লিট ওয়ার্ড' বা শাব্দিক উর্দূ অনুবাদও বহুল সংখ্যায় ছাপানো হচ্ছে। এছাড়া হাদীস, মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও খলীফাদের বইপুস্তক এবং অন্যান্য বইও ছাপানো হচ্ছে।

যেখানে একটি সময় এমন ছিল, যখন আমাদের বইপত্র প্রকাশের অর্থায়ন করতে হিমসিম খেতে হয়েছে, সেখানে আজ যখন কিনা আমাদের পুস্তকপুস্তিকার সরবরাহ পর্যাপ্ত, এখন ওকালতে ইশায়া'ত (বা প্রকাশনা) দপ্তরের রিপোর্ট বলছে যে, ন্যাশনাল জামা'তসমূহ এবং জামা'তের সদস্যগণ জামা'তের বইপুস্তক কিনছে না এবং বিতরণও করছে না। এর ফলে জামা'তের এই সম্পদ থেকে যে হারে লাভবান হওয়া উচিত ছিল তা ব্যাহত হচ্ছে। বস্তুত জামা'তের কেন্দ্রীয় স্টোরের শেলফে বিশাল সংখ্যায় বইপুস্তক দীর্ঘ সময় ধরে মজুদ পড়ে আছে। অনুরূপভাবে, ন্যাশনাল জামা'তগুলোকে যেসব বইপুস্তক প্রেরণ করা হয়, সেগুলোরও সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না আর প্রায়শ সেগুলো দেশীয় স্টোরে পড়ে থেকে তাতে ধুলো জমতে থাকে বলে আমার ধারণা। অথচ বিষয়টা এমন হওয়া উচিত ছিল যে, ন্যাশনাল জামা'ত ঘন ঘন, এত বেশি পরিমাণে বইয়ের নতুন চাহিদা প্রদান করবে যে, ওকালতে ইশায়া'ত বইয়ের যোগান দিতে হিমসিম খেয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় এবং দেশীয় পর্যায়ের সকল স্টোর থেকেই বইয়ের মজুদ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া এবং আহমদীদের বাড়িঘরে এবং বিশ্বজুড়ে আমাদের যেরে তবলীগ বন্ধুদের হাতে এসব বই পৌঁছে যাওয়াই হবে ইশায়া'তের প্রতি সুবিচার করা।

অতএব, যুক্তরাজ্য জামা'ত এবং অন্যান্য জামা'ত যারা আমার বক্তব্য শুনছেন তাদের জোর প্রয়াস চালানো উচিত যেন আমাদের প্রকাশিত বইপুস্তক পূর্বের চাইতে বেশি পরিমাণে বিতরণ করা হয়। দূর দূরান্তে সাধারণ জনগণের কাছে এগুলো পৌঁছে দেওয়া উচিত যেন সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত ইসলাম আহমদীয়াতের শিক্ষা ও বিশ্বাস ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করুন যেন তারা জামা'তের বইপুস্তক ক্রয় করেন আর পড়েন এবং তাদের পরিচিতদের মাঝে সেগুলো বিতরণ করেন।

একইভাবে বর্তমান যুগে, আহমদীয়াতের বাণীকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে জামা'তের বিভিন্ন অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। সকল আহমদীকে MTA এবং অন্যান্য জামা'তী প্লাটফর্ম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অনলাইন তথ্যভাণ্ডার দেখতে এবং শেয়ার করতে উদ্বুদ্ধ করা উচিত। আলাহ্‌র অশেষ কৃপায়, প্রতি বছর, হাজার হাজার মানুষ MTA এবং alislam.org ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে পরিচিত হচ্ছে। তাদের মাঝে অনেক পবিত্রচেতা এবং পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করছে। অতএব MTA-কে কেবল আহমদীদের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ চ্যানেল

ভাববেন না বরং এটিও তবলীগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। তথাপি, জামা'তের বাইরের দর্শকদের নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে এটি এখনও এর পুরো সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছে না। আর তাই প্রত্যেক শূরার সদস্য এবং পদাধিকারীর MTA এবং alislam.org-এর ন্যায় আমাদের অন্যান্য সাইট ও প্লাটফর্মকে অ-আহমদী এবং অমুসলিমদের কাছে পরিচিত করতে জোর প্রয়াস ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, শূরার সদস্য এবং জামা'তের পদাধিকারী হিসেবে যদি আত্মত্যাগ এবং বিনয়ের সাথে আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন এবং সিজদাবনত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র করুণা লাভের জন্য দোয়া করেন, তবে অবশ্যই জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও আশিস পূর্বাপেক্ষা বহুল ধারায় বর্ষিত হবে। উপরন্তু, আপনারাও অপরাপর আহমদীদের নতুন উদ্যম নিয়ে ইসলামের বাণী প্রচারের কাজে অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হবেন, ইনশাআল্লাহ্। বর্তমানে কিছু বিরুদ্ধবাদী আপত্তি করে থাকে, আহমদীরা মুখে এক কথা বলে আর করে ভিন্ন কিছু। তারা বলে, আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এসব আপত্তির কোন ভিত্তি নেই, কিন্তু এটি আমাদের জন্য সাবধানবাণীও বটে। আমাদের নিশ্চিৎ করতে হবে যে, কখনওই যেন আমাদের কথা এবং কাজের মাঝে সামান্যতম স্ববিরোধ বা অসামঞ্জস্য না থাকে আর আমাদের সকল কাজ যেন ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হয়।

অবশ্যই, আজ যেখানে বিশ্বে আমরা শান্তি ও নিরাপত্তার লেশমাত্র দেখতে পাই না, সেখানে মুক্তির একমাত্র পথ এবং যে ধ্বংসের দিকে মানবজাতি ধাবমান, তা থেকে রক্ষার একমাত্র পথ হল, মানবজাতির তার স্রষ্টাকে চেনা এবং তাঁর সামনে মাথা নত করা। এক্ষেত্রে আমাদেরকেই সামনের কাতারে থাকতে হবে এবং নিজ নিজ দেশের জনগণকে জাগ্রত করতে হবে এবং তাদেরকে খোদা তা'লার অধিকার এবং একে অপরের পারস্পরিক অধিকার প্রদানের মৌলিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ভালভাবে অবহিত করতে হবে। কিন্তু, আমাদের পক্ষে এটি ততক্ষণ পর্যন্ত করা সম্ভব না যতক্ষণ আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র কুরআন, মহানবী (সা.) এবং এ যুগে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর শিক্ষা ও মূল্যবোধকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করব।

এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে চেষ্টা করা উচিত, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের নিকট আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী পৌঁছে দেয়া উচিত, যেন তারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। কেবল তখনই এটা বলা যাবে, আমরা 'মজলিসে শূরা' প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করছি। খলীফাতুল মসীহ্ জামা'তকে এমন পথে পরিচালিত করতে চান যার মাধ্যমে ইসলাম আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার এক নতুন উচ্চতায় উপনীত হবে। আপনারা যদি এমনটি করেন, কেবল তবেই আপনারা প্রকৃত অর্থে যুগ খলীফার একনিষ্ঠ সাহায্যকারী হিসেবে কর্মরত বলে গণ্য হবেন। কেননা বিশ্বজুড়ে জামা'তের সকল সদস্য যুগ খলীফার হাতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে এক ঐক্যবদ্ধ দল হিসেবে ইসলাম তথা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত ও চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক বিজয়ের দিকে সমান তালে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আপনারা নিজেদের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছেন বলে বলা যাবে।

আর তাই আমি আশা করি এবং দোয়া করি, আপনারা যে আলোচনাই করেছেন আর আমার কাছে যেসব সুপারিশই পেশ করবেন তা সকল ক্ষেত্রে মজলিসে শূরার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করে থাকবেন এবং এ গভীর বাসনা নিয়ে করে থাকবেন যে, আমাদের জামা'তের মধ্যে একতার বন্ধন যেন এক নতুন মার্গে উন্নীত হয় এবং বিশ্বের সকল স্থানে ইসলামের প্রকৃত বাণীকে পৌঁছে দেয়া যায়। এই কথাগুলো বলার পর, আমার দোয়া থাকবে, আল্লাহ্ তা'লা মজলিসে শূরার দ্বিতীয় শতাব্দীকে আশিসমণ্ডিত করুন। আমাদের জামা'ত চিরকাল ঐশী কল্যাণধারায় সিক্ত থাকবে ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পুরস্কাররাজি লাভ করতে থাকবে, এটিই আমার কাম্য।

Smile Aid
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY

Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg. NO :: 4299
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212

Consultation Days :: Tuesday - Friday
For Appointment :: 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid

Consultation Days :: Saturday - Monday
For Appointment :: 01996 244 087
01778 642 471

Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১০ ডিসেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)

"তরুণ প্রজন্ম যেন তাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত থাকে এ জন্য নতুন ও আকর্ষণীয় কর্মকৌশল গড়ে তুলুন।" *–হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)*

গত ৫ ডিসেম্বর ২০২১, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ(আই)-এর সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হওয়ার এবং সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নরওয়ের ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা (জাতীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ)।

হুযূর আকদাস যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে সভার সভাপতিত্ব করেন আর আমেলা সদস্যগণ নরওয়ের অসলোতে অবস্থিত বায়তুন নাস্‌র মসজিদ থেকে ভার্চুয়ালি এই সভায় যোগদান করেন।

সভায় উপস্থিত সকলেই হুযূর আকদাসের সাথে কথোপকথনের এবং বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা লাভের সুযোগ পান।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি তরবিয়ত-এর সঙ্গে কথা বলার সময় হুযূর আকদাস নিয়মিত নামায আদায় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"আপনার উচিত মানুষকে বোঝানো যে, যদি তারা আহমদী মুসলমান হন, তবে তাদেরকেও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেবল বয়আত (আনুগত্যের শপথ) নেওয়ার কোনো মূল্য নেই। বরং আপনাকে ইসলামের বুনিয়াদি

শিক্ষা ও মূল স্তম্ভের ওপর অবশ্যই আমল করতে হবে।"

অডিও ও ভিডিও বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সেক্রেটারি সামী বাসরী-এর সঙ্গে কথা বলার সময়, হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"আপনার কিছু অনুষ্ঠান তৈরি করে এমটিএ-তে সম্প্রচারের জন্য প্রেরণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, নরওয়ে খুব সুন্দর একটি দেশ। অতএব আপনার উচিত এ দেশটি সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিতও কিছু তথ্যচিত্র নির্মাণ করা।"

হুযূর আকদাস উমূর-এ-আমা বিভাগের কাজের রূপরেখাও প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"বিরোধ নিষ্পত্তি একটি সম্পূরক কাজ, অন্যথায় [উমর-এ-আমা বিভাগের] প্রধান কাজ হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের দেখাশোনা করা। তাদেরকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা এবং যেকোনো সমস্যায় সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি তারা কর্মসংস্থান নিয়ে সমস্যায় থাকেন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে এ বিভাগের উচিত তাদের ও তাদের পরিবারের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং যদি তারা কষ্টে জর্জরিত থাকেন, তাহলে, তাদের অবস্থার উপশম ও উন্নতির জন্য সমাধান খোঁজা।"

একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, পবিত্র কুরআন পাঠে কীভাবে সদস্যদের আরও উত্তমভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে?

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন এমন সদস্যও রয়েছে যারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও আদায় করে না। তাই আবশ্যকীয় এ কর্তব্যের দিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করানো প্রয়োজন। হুযূর আকদাস বলেন, যে সকল মানুষ নামায আদায় করে না, তা তাদের সন্তানদের

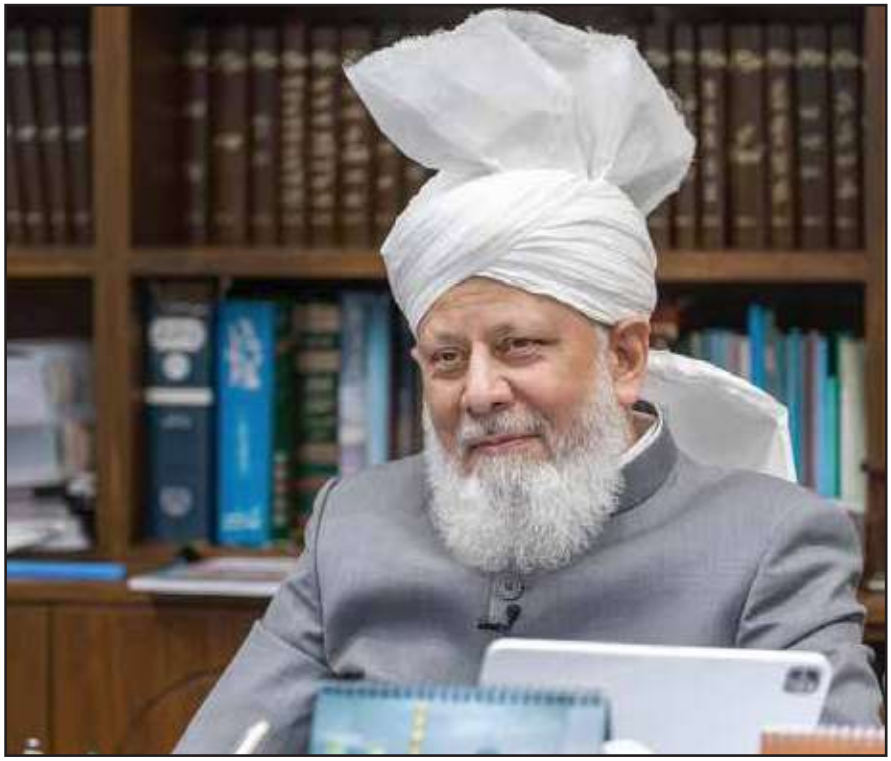

ওপরও এমন নেতিবাচক প্রভাব ফেলে যে, তাদের সন্তানেরা নামাযের গুরুত্ব বুঝে না বা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না, এই কারণে যে, তা তাদের পিতা-মাতাকে দেখে শিখেছে।

পবিত্র কুরআন পাঠের বিষয়টির ওপর প্রত্যাবর্তন করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"পবিত্র কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করানো আপনার দায়িত্ব। যদি আমরা নিয়মিত পবিত্র কুরআন পাঠ না করি তাহলে কীভাবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হব? অতএব আমাদের কাজ বারবার মানুষকে স্মরণ করানো। এই কাজের জন্যই সেক্রেটারি তালিমুল কুরআন রয়েছেন। অতএব আপনাকে আপনার কাজ অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে এবং ভালবাসার সাথে এ দিকে সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তাদের স্মরণ করাতে থাকুন। বারবার তাদেরকে বলুন এবং পবিত্র কুরআন এই নির্দেশই প্রদান করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'যাক্কির', যার অর্থ মানুষকে স্মরণ করাতে এবং উপদেশ প্রদান করতে থাকে।"

উক্ত বিষয়টির ওপর প্রচেষ্টা প্রদানের লক্ষ্যে হুযূর আকদাস, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে সংযুক্ত করার কথা বলেন। যখন একবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা করা হবে তখন সেটি বৃহত্তর প্রভাব ফেলবে।

অন্য একজন আমেলা সদস্য উল্লেখ করেন, যখন সন্তানরা ১৫ বছর বা আরো বড় হয়ে যায়, তখন পিতামাতার কথার শোনার ব্যাপারে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কার্যক্রমে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ কমে যায়। তিনি হুযূর আকদাসের কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-র এ বিষয়টি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। এ বয়সে যুবকরা সমাজে অনেক বেশি স্বাধীনতা লাভ করে এবং তারা ঘরের বাইরে

বন্ধুদের সাথে বেশি সময় কাটায়। তাদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও স্ব স্ব অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রাখার জন্য খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্-র সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। একইভাবে, যুবকদেরকে তাদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে আমাদের কমকর্তাগণের নতুন ও আকর্ষণীয় কর্মকৌশল গড়ে তোলা উচিত। তরুণ সদস্যদেরকেই জিজ্ঞেস করুন তারা কেমন বা কী ধরনের কার্যক্রম পছন্দ করে। এগুলো নিয়ে নিজেদেরে মাঝে আলোচনা করুন এবং সেইভাবে পরিকল্পনা নিন ও কার্যক্রম প্রণয়ন করুন যেন তারা মসজিদে আসতে আগ্রহবোধ করে।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, পনেরো বছর বয়স পযন্ত একজন আহমদী ও ওয়াকফে নও হিসেবে তাদেরকে তাদের দায়িত্বাবলী খুব ভালভাবে শিখানো উচিত যেন যখন তারা বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বাবলী ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত থাকে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"ছোটবেলা থেকেই কীভাবে সন্তানদেরকে সংযুক্ত করবেন তা অবশ্যই আপনাকে মূল্যায়ন করতে হবে। আপনাদের সঙ্গে তাদেরকে এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যেন তারা খুব সহজেই আপনার ডাকে সাড়া দেয়। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আ)-এর সম্পর্কে রূপকভাবে বলা হয়েছে, তিনি যেন তার সঙ্গে পাখিদের সংযুক্ত করেন এবং যখন তিনি তাদের ডাক দিবেন, পাখিরা তার কাছে দ্রুত ছুটে আসবে। অতএব সন্তানদেরকে আপনাদের সঙ্গে এতটা সংযুক্ত ও আপনাদের প্রতি অনুরাগী করুন যেন তারা একইভাবে আপনার ডাকে চলে আসে।"

সন্তানদের প্রতিপালন সংক্রান্ত অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযূর আকদাস, ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ওপর পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই) বলেন:

"আমি লক্ষ্য করেছি যেসব শিশুদের মাঝে ছোটবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলা হয়েছে, সেসব শিশুরা তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় থেকেছে। যখন তাদের নৈতিক প্রতিপালন এভাবে করা হয় না, তখন তারা এতটা দৃঢ় হয়ে ওঠে না। অতএব আমাদের জামা'তের অঙ্গসংগঠন ও পিতামাতা উভয়ের ওপরই এ দায়িত্ব বর্তায়।"

এক নজরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ‘খিলাফত দিবস’ উদ্‌যাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাজশাহী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ধানীখোলা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, গালিমগাজী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কাফুরিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খাকদান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নাটাই

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাহীগঞ্জ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, উত্তর ভবানীপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরদুগ্‌খিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চাঁন্দপুর চা বাগান

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তারুয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেবাড়িয়া, নাটোর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নিউ সোনাতলা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাহিগঞ্জ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, হেলেঞ্চাকুড়ি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরগাং

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর বাগ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোহাগী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কমলাপুকুরী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বীরপাইকশা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভাতগাঁও

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কুমিল্লা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের পাহাড়তলী হালকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রামের কক্সবাজার হালকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আশুলিয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সোনারগাঁ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সিলেট

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মাহিল্লা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জামালপুর হবিগঞ্জ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, শ্যামপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুরের শেখেরচর হালকা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন,

"তোমরা ভালভাবে স্মরণ রাখবে, তোমাদের সমস্ত উন্নতি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত। যেদিন তোমরা এ কথা বুঝতে অক্ষম হবে এবং খিলাফতকে কায়েম রাখবে না, সেদিন তোমাদের ধ্বংস ও সর্বনাশের দিন হবে। আর যদি তোমরা এ সত্যকে অনুধাবন কর এবং খিলাফতের এ নেযামকে কায়েম রাখ, তাহলে সমগ্র পৃথিবী যদি সম্মিলিতভাবে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, তবুও তারা তা পারবে না। তোমাদের বিপরীতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়ে থাকবে। যতদিন তোমরা একে (নেযামে খিলাফতকে) দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে ততদিন পৃথিবীর কোন বিরোধিতাই কার্যকর হবে না।" *(দরসে কুরআন, পৃষ্ঠা: ৭৩, প্রকাশিত ১৯২১ইং)*

গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহ্‌র কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আত্মীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্বেষ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভূক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা: ৫০-৫১)

New Vol. No. 84 | 22nd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

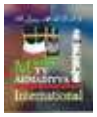

31st May, 2022 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

MTA-তে সরাসরি হুযুর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা **হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)**-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sheikh Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)